জরথুশত্রধর্ম

শ্রীযোগীরাজ বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

জরথুশত্রধর্ম

শ্রীযোগীরাজ বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

ওঁ

পরমারাধ্য ওঁ শ্রীচরণে
সশ্রদ্ধ অর্পণ

সেবক যোগীরাজ

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয়ের অনুরোধে জরথুশ্ত্র ধর্ম সম্বন্ধে এই গ্রন্থ বাংলায় লিখেছি। শ্রীযুক্ত চারুবাবু আমার বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ আমার কাছে নির্দেশস্বরূপ। বাংলা ভাষায় এই বিষয়টির আলোচনা হয় নি এবং আমার চেয়ে অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমার উপর এই ভার ন্যস্ত করেছেন এটা তাঁর মহানুভবতা ও স্নেহের নিদর্শন বলেই আমি মনে করি ও এজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

পরলোকগত খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক আই. জে. এস্. তারাপোর্‌বালার নিকট আমি এই ধর্ম ও জন্দ্ ভাষা অধ্যয়নের প্রথম প্রেরণা পাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত, জন্দ, পহ্‌লবী, বর্তমান পারসীক, লাতিন, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর জন্দ্ আবস্তার সংস্করণ সুধীসমাজে সুবিদিত। বেদ ও জন্দ্ আবস্তা উভয় শাস্ত্রে সমান অধিকার থাকায় পুনা হইতে বৈদিক সংশোধকমণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত বেদের অপূর্ব সংস্করণে তিনি বেদমন্ত্রের সহিত আবস্তার মন্ত্রের সাদৃশ্যস্থলগুলি নির্দেশকর্মে সহায়তা করেন; তাহাতে উভয় ধর্মের শাস্ত্রের ও ভাষার তুলনামূলক অনুশীলন সহজ হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এই ধর্ম সম্বন্ধে লিখতে গেলে অধিকাংশ জন্দ্ শব্দের বাংলা অক্ষরে রূপায়ণ বা প্রতিলিখন -ব্যাপারে লেখকের মনে সংশয় স্বতঃই জাগে। প্রধান কারণ দুটি। কতকগুলি জন্দ্ অক্ষরের অনুরূপ বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় পাওয়া যায় না। যেমন মজদা প্রভৃতি শব্দের 'জ' অক্ষরটির উচ্চারণ হবে ইংরাজী 'z'এর মত। বর্তমান বাংলা

লিপিতে 'জ'এর নীচে ফুট্‌কি চিহ্ন দিয়ে এই উচ্চারণের ইঙ্গিত করা হয়। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) তাঁর 'চিকিৎসাসংকট' গল্পে কবিরাজের 'জান্তি পারনা' উক্তিতে 'জ' স্থলে ইংরাজী 'z' বসাইয়া এই উচ্চারণেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইরূপ 'গাথা' প্রভৃতি শব্দের 'থ' অক্ষরের উচ্চারণও অনুরূপ। এমনকি ইংরাজী বর্ণমালাতেও ঐ অক্ষরের অভাবে 'থ' স্থানে গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর (থিটা) বসাইয়া ইংরাজীতে 'Gaθa' লেখা হয়। বাংলায় 'থ'এর নীচে ফুটকি দিয়া ঐ উচ্চারণ ব্যঞ্জিত হয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ভাষার ন্যায় জন্দ্‌ ভাষায় স্বরভক্তি (Anaptyxis) ও অপিনিহিতির (Epenthesis) প্রাচুর্য। এত বেশি স্বরভক্তি ও অপিনিহিতি অন্য কোনও ভাষায় নেই বললেও চলে। যেমন, সংস্কৃত 'দেব' শব্দ জন্দ্‌ ভাষায় দাঁড়িয়েছে 'দএব'। সংস্কৃত 'সোম' 'বৃত্রঘ্ন' 'অমৃতত্ব' প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে রূপ পেয়েছে— 'হওম' 'বেরেথ্‌্রঘ্ন' 'অমেরেতত'। 'স' অক্ষরটি জন্দ্‌এ প্রায়ই 'হ'-কারের রূপ পায় অসমীয়া ভাষার মত, তজ্জন্য 'সোম' শব্দের বেলায় স্বরভক্তির সঙ্গে সঙ্গে 'স'কার 'হ'কারে রূপান্তরিত হয়েছে। 'সপ্তসিন্ধু' আবস্তায় 'হপ্তহিন্দু' রূপ পেয়েছে। জরথুশ্‌ত্র ধর্ম ও সেই ধর্মের একমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ 'জন্দ্‌ আবস্তা' সম্বন্ধে যে কয়েকটি গ্রন্থ ভারতবর্ষে আমরা পাই সবই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে লিখিত এবং তন্মধ্যে জন্দ্‌ শব্দগুলি হয় ইংরাজী নয় গ্রীক্‌ অক্ষরে লিখিত। এই ইংরাজী প্রতিলিখনে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন 'হওম' শব্দের ইংরাজী রূপ হওয়া উচিত 'Haomo' কিন্তু কেহ কেহ ভুল করে 'Homa' লিখেছেন। পার্সী লেখকদের মধ্যে অধিকাংশের ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান না থাকায় এই জাতীয় ভুল ঘটেছে। এ ছাড়াও অনেকস্থলে 'ত' হবে কি 'ট' হবে ধরা যায় না। যেমন 'জরথুষ্ট্র' হবে না 'জরথুশ্‌ত্র' হবে সংশয় জাগে। উভয় রূপই প্রচলিত। শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু আমাকে জানিয়েছেন 'জরথুশ্‌ত্র' লেখাই সংগত।

অধ্যাপক তারাপোর্‌বালার রচিত গ্রন্থে তিনি যেসকল জন্দ্‌ শব্দের ইংরাজী প্রতিরূপ দিয়েছেন সেগুলি আমি নিঃসংশয়ে বাংলা অক্ষরে অনুরূপ রূপায়ণ করেছি। তিনি সংস্কৃত জন্দ্‌ পহ্‌লবী পারসীক চারিটি ভাষাতেই কৃতবিদ্য, অধিকন্তু নিজে এই ধর্মাবলম্বী, সুতরাং তাঁর প্রতিলিখন যে নির্ভুল হবে তা বলা বাহুল্য মাত্র। ১৯৫২ সনে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় বোম্বাই নগরীতে। যখন দেখা করতে যাই তিনি তখন তাঁর অষ্টমবর্ষীয় নাতিকে সংস্কৃত পড়াচ্ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার বিস্তার ও গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা জরথুশ্‌ত্রধর্মী ; আমাদের মন্দিরে অনির্বাণ অগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হয়। সেই অনির্বাণ অগ্নির মত আমি চাই আমার বংশে সংস্কৃত ভাষা চিরন্তন হয়ে থাকুক ; তাই নাতিদের সংস্কৃত আমি নিজেই পড়াই।'

'ইরাণের ইতিবৃত্ত'-পরিচ্ছেদে প্রাচীন ইরাণের প্রখ্যাত কয়েকজন রাজার নাম আছে। সেই নামগুলি পরবর্তী কালে ইংরাজ ও গ্রীক ঐতিহাসিকদের উচ্চারণ-দোষে বিকৃত হয়েছে এবং তা অনিবার্য। আমি মূল অবিকৃত নামগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি এবং এ বিষয়েও অধ্যাপক তারাপোর্‌বালাই আমার প্রমাণ স্বরূপ। উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে—Cyrus, Darius, Xerexes, Khusru Nashirvan প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত ইরাণীয় নৃপতিদের নামের অবিকৃত মূলরূপ যথাক্রমে কুরুশ্‌, দারয়বহুশ্‌, খ্‌শয়ার্শা (বা ক্ষয়ার্ষা) এবং খুসরভ্‌ নশীরবান্‌ হবে। বুঝবার সুবিধার জন্য অনেক স্থলে বন্ধনীর মধ্যে প্রচলিত ইংরাজী নাম দেওয়া হয়েছে।

পাঁচটি জন্দ্‌ শব্দের বাংলা অক্ষরে রূপায়ণ সম্বন্ধে শঙ্কা জাগায় মদীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথাযথ নির্দেশ প্রার্থনা করে পত্র দিই। তিনি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

সহিত পরামর্শ করে সেই পাঁচটি শব্দের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে নির্দেশদানে অনুগৃহীত করেন। উভয়েই আমার অধ্যাপক ও পরম শ্রদ্ধেয়। এই নির্দেশ ও উৎসাহ জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। 'Zend Avesta' কথাটির প্রকৃত রূপ হচ্ছে 'আপিস্তক্ উ জন্দ্' সুনীতিবাবু জানিয়েছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'আপিসতা' 'আবস্তা' ও 'অবস্তা' তিনটি রূপই শুদ্ধ। আমি 'জন্দ্ আবস্তা' রূপটিই রেখেছি।

আমার সতীর্থ ও সুহৃৎ শান্তিনিকেতনের শ্রীক্ষিতীশ রায় আমার এই গ্রন্থরচনার নিমিত্তকারণ; তজ্জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই পুস্তকরচনায় যেসকল গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে তার প্রমাণপঞ্জী গ্রন্থশেষে দেওয়া আছে; সেইসকল গ্রন্থকারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জরথুশ্ত্র ধর্মে পরমপিতা পরমেশ্বরকে 'অহুর মজদা' বলা হয়; তজ্জন্য এই ধর্মের আর-একটি নাম মাজদীয় ধর্ম। এই ধর্ম বুঝাতে উভয় শব্দই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মাজদীয় বা মজদীয় উভয় রূপই প্রচলিত।

'বিরাজ'
ডিব্রুগড়, আসাম

শ্রীযোগীরাজ বসু

ইরাণের ইতিবৃত্ত

জরথুশ্ত্র ধর্মের সূত্রপাত, বিস্তার ও ক্রমশঃ বিলুপ্তি সম্বন্ধে জানতে হলে ঐতিহাসিক পটভূমিকা অর্থাৎ প্রাচীন ইরাণের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপরিহার্য। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাষাগত সংস্কার-কর্মগত ও অন্যান্য আচারনিষ্ঠ সাদৃশ্য থেকে অনুমান করেন যে ভারতীয় আর্যগণ ও প্রাচীন ইরাণীয়গণ আর্যগোষ্ঠীরই দুটি শাখা এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও সময়ে এই দুই শাখা একই স্থানে এক পরিবারের মত বসবাস করত। স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে কিন্তু তথ্যটি সম্বন্ধে সকলে একমত। পরবর্তীকালে ধর্মসংক্রান্ত দু-একটি বিষয় নিয়ে দুই শাখার মধ্যে মতভেদ হয় এবং আর্যের এক শাখা ইরাণ দেশে গিয়ে উপনিবিষ্ট হয় এবং এক শাখা ভারতবর্ষে আগমন করে। যাঁদের মতে পঞ্জাব-অন্তর্গত যে অঞ্চল বেদে সুবাস্তু জনপদ নামে বর্ণিত হয়েছে তাই আর্যজাতির আদি নিবাস, তাঁরা বলেন মতভেদের পর ভারতীয় আর্যেরা এ দেশেই থেকে গেলেন ; অপর শাখা ইরাণে চলে যান। দুই শাখার মধ্যেই যজ্ঞ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার, অনির্বাণ অগ্নিরক্ষা করা ইত্যাদি সাদৃশ্য যেমন লক্ষিত হয় তেমনই দুই-একটি শব্দের দুই ভাষায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ দর্শনে মতভেদও প্রমাণিত হয়। যেমন বেদে 'দেব' শব্দের অর্থ দেবতা কিন্তু জরথুশ্ত্র ধর্মের বেদকল্প ধর্মগ্রন্থ আবস্তায় 'দ এব' শব্দের অর্থ অপদেবতা বা কুগ্রহ। আবস্তায় অসুর শব্দের অর্থ দেবতা ; অবশ্য বেদেও দেবতা অর্থে 'অসুর' শব্দের ব্যবহার আছে এবং তার অর্থ করা হয়েছে 'অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি' অর্থাৎ যিনি প্রাণ দান করেন। আর্যগোষ্ঠীর যে শাখা ইরাণে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদের ধর্মই জরথুশ্ত্র ধর্ম।

—জরথুশ্ত্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। তিনি খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। দরিয়ুস্ (৫২১-৪৮৫ খৃঃ পূঃ)-এর রাজত্বকালে সমগ্র ইরাণে জরথুশ্ত্র ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি একত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য দরিয়ুসের আন্তরিক প্রযত্ন পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব। রাজা কুরুশ্ (Cyrus)ও (৫৫৮-৫২৯ খৃঃ পূঃ) এই ধর্মের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই দুই জন রাজাই পুরাকালের বিশ্ববরেণ্য নৃপতিদের মধ্যে অন্যতম কিন্তু তাঁরা তাঁদের শিলালিপিতে বলে গেছেন যে, তাঁদের মহত্ত্ব বিভু অহুরমজ্দার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। বেইস্তানে তাঁর বিখ্যাত শিলালেখে দরিয়ুস্ বলছেন, 'যা কিছু আমার কৃতিত্ব সবই অহুরমজ্দার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। কার্য সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাকে প্রতিপদে সাহায্য করেছেন। আমি প্রার্থনা করছি মজ্দা আমাকে রক্ষা করুন, আমার বংশ এবং আমার দেশ রক্ষা করুন।' পরবর্তীকালে যতই এই ধর্মের আন্তরিকতা ও প্রভাব কমে এসেছে সেইসব রাজাদের শিলালিপির ভাষার ও ভাবের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে। ঈশ্বরে নির্ভরতা ও বিশ্বাসের বদলে অহংকার ও পুরুষকার প্রবল হয়ে উঠেছে। এই শিলালিপিগুলিই প্রাচীন ইরাণের একমাত্র মূক ইতিহাস ও মৌন সাক্ষী বলা চলে। এই দর্প জন্য ও ক্রমশঃ পরমেশের উপর বিশ্বাসের হানি ঘটায় যখন (৩৩০ খৃঃ পূঃ) আলেকজান্দার পারস্য আক্রমণ করেন একিমিনীয় রাজশক্তি সে আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে ও সহজেই আলেকজান্দার ইরাণ জয় করেন। ইরাণীয়গণ কেবল বিজেতা বলেই যে আলেকজান্দারকে দেখতে পারত না তা নয়, তিনি তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ভস্মসাৎ করেছিলেন বলে তারা তাঁকে আন্তরিক ঘৃণা

করত। এই জন্ম তাঁর নাম উচ্চারণও তারা পাপ বলে মনে করত। তিনি নেশায় বিভোর অবস্থায় পারসিপোলিসের বিশাল রাজভবনে অগ্নিসংযোগ করেন এবং সেই রাজভবনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'জন্দ আবস্তা' ধর্মগ্রন্থ ভস্মীভূত হয়।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর দুই শত বৎসরের মধ্যে আমরা জরথুশত্র ধর্মের কোনও ইতিবৃত্ত পাই না। অবশ্য এ কথা সহজেই অনুমান করা চলে যেসব দস্তুর বা পুরোহিত ও ধার্মিক ইরাণীয় আলেকজান্দারের আক্রমণের পর জীবিত ছিল তারা অতি যত্নে এই ধর্ম রক্ষা করেছিল। ভারতে যেমন গুরুশিষ্য ও পিতাপুত্র বংশ-পরম্পরায় বেদ কণ্ঠস্থ করে রাখত তদ্রূপ ইরাণীয় পণ্ডিত ও পুরোহিত-গণের জন্দ আবস্তা কণ্ঠস্থ ছিল বলেই ভস্মসাৎ হওয়া সত্ত্বেও সেই পবিত্র গ্রন্থের পুনঃ সংকলন সম্ভবপর হয়েছিল। আলেকজান্দারের নিযুক্ত নৃপতিগণ এই ধর্মের উচ্ছেদসাধন করেন নি বা অন্য কোনও ধর্মবরণের জন্য জনগণকে বাধ্য করেন নি। কেবল সাময়িকভাবে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রীয় ধর্মের পদ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছিল। এই সময়ে অন্যান্য ধর্মও ইরাণে প্রবেশ করে। একিমিনীয় যুগের শেষাংশে ইরাণে মরমীপন্থীদের প্রচারিত মিথ্রধর্ম (Mithraism) ও প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম এই দুই ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত গ্রীক্‌ধর্ম ইরাণে প্রসারলাভ করে। আলেকজান্দারের দুই শত বছর পূর্ব হতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ায় তাঁদের নবীন ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং ইরাণেও তার প্রভাব দৃষ্ট হয়। এ কথাও মনে রাখা উচিত তখন ইহুদীদের (Judaism) ধর্মের অভ্যুদয়ের যুগ চলছে এবং গ্রীক্‌বিজয়ের বহুকাল পরে যখন জরথুশত্র ধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয় তখন পশ্চিম-এশিয়ায় খৃস্টধর্মের প্রথম অ্যভুদয়ের যুগ।

২৪৯ খৃস্টাব্দে পার্থীয়দের (Parthians) আগমন ইরাণের ইতিহাসে

এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তারা প্রথমে জরথুশ্ত্র-ধর্মাবলম্বী ছিল না এবং বহু প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে তারা প্রথমে আর্যগোষ্ঠীভুক্তও ছিল না। ইরাণে পার্থীয় রাজবংশ স্থাপনে সহায়তা করে বহ্লীক দেশবাসী বা ব্যাকৃট্রীয়গণ। ইরাণবহির্ভূত দেশের মধ্যে ব্যাকৃট্রীয়গণ সর্বপ্রথম জরথুশ্ত্রধর্ম বরণ করে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন ব্যাকৃট্রীয়দের কাছ থেকে পাথায়গণ এই ধর্ম গ্রহণ করে। এইজন্যই আমরা ইরাণের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাই পাথায় নৃপতিগণের প্রতাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় এই ধর্মের অভ্যুত্থান হতে থাকে এবং যখন মধ্যাহ্নমার্তণ্ডবৎ তারা যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করে তখন সমগ্র ইরাণে এই মাজদীয় ধর্ম পূর্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় এই ধর্মাবলম্বী তিনটি ইরাণীয় শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে সংঘাত বাধে। সেই তিন শক্তি হচ্ছে পণ্টাস্ আরমিনীয়া ও পার্থিয়া। এই ত্রিশক্তি-সংঘাতে পার্থিয়াই বিজেতা হয় এবং পাথায় রাজত্বকালে ইরাণের লুপ্ত একত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এক ধর্ম ও এক রাজশক্তির মাধ্যমে। পাথায় নৃপতিদের প্রযত্নে প্রাচীন জন্দ ধর্মগ্রন্থের সংকলনকার্য পুনরায় আরম্ভ হয়।

এই সময়ে ইরাণে একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। পর্স্ (Pars) প্রদেশে সাসানীয় বংশের অভ্যুদয় ঘটে এবং সাসানীয় রাজা অর্তখ্শথ্র বা অর্দশীর্ (Ardashir) শেষ পার্থীয় নৃপতিকে ২২৬ খৃস্টাব্দে পরাজিত ক'রে কুরুশের সিংহাসন অধিকার করেন। এই নতুন শক্তি সাসানীয় বংশ আর্যগোষ্ঠীভুক্ত, পারসীক এবং ধর্মে জরথুশ্ত্রীয়। অর্দশীর্ সমগ্র ইরাণের রাষ্ট্রীয় একতা সম্পাদন করেন এবং একিমিনীয় যুগের ইরাণের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। তিনি এই ধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। পাথায় সম্রাটগণের

আরব্ধ 'আবস্তা' সংগ্রহ-কার্যে তিনি আন্তরিক সহায়তা করেন এবং সেই ধর্মগ্রন্থ জনগণের কথিত ভাষা পহ্‌লবীতে অনুবাদ করান। তাঁর সুযোগ্য পুত্র সম্রাট্‌ প্রথম শাপুর্‌ (২৪০-২৭১ খৃস্টাব্দ) পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। তাঁদের রাজত্বকালে এই ধর্ম পুনরায় রাজধর্মের সম্মান লাভ করে। সাসানীয় সম্রাটগণ পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন; তাঁদের রাজত্বকালে ইরাণে জ়রথুশ্‌ত্র ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মও প্রসার লাভ করেছিল। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ধর্মের উপাসকগণকে সম্মান করতে মহামান্য জ়রথুশ্‌ত্র শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষার প্রভাবেই সাসানীয় নৃপতিগণ পরধর্মসহিষ্ণু ও উদারমতাবলম্বী ছিলেন (দুঃখের বিষয়, পরবর্তী যুগে এই সহিষ্ণুতা লোপ পায়)। প্রথম শাপুরের রাজত্বকালে মানি (Mani) নামক একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ইরাণে আগমন করেন। ইনিই ইতিহাসবিখ্যাত 'মানি' ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মানি তাঁর যুগের বহু অগ্রগামী তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর মতবাদ অতি উদার ছিল। বিভুর পিতৃত্বাধীনে সমস্ত মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব এবং পরধর্ম সম্বন্ধে অতি উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর নবীন ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সমাজগঠন ও রাষ্ট্রপরিচালনা সম্বন্ধে তিনি গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর কায়কৃচ্ছ সন্ন্যাস ধর্ম এবং মানবজীবন 'সু' বর্জিত নিরবচ্ছিন্ন 'অসৎ' এর [illegible]বাদ জ়রথুশ্‌ত্র ধর্মের বিরোধী ছিল কারণ জ়রথুশত্র ধর্মে সন্ন্যাসের ও বিবাহবর্জিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের স্থান নাই এবং মানবজীবনকে সু ও কু, সৎ অসৎ-এর দ্বন্দ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মানি নিজেও কঠোর সন্ন্যাসব্রতী ছিলেন এবং তাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। কিছুদিন তিনি অবাধে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর উপরিলিখিত মাজ়দীয় ধর্মের পরিপন্থী কতকগুলি মতবাদ এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ইরাণীয়দের মধ্যে

বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। এই প্রচার পরিণামে রাজতন্ত্রনিষ্ঠ আর্য ইরাণীয় জাতির হানিকারক হবে স্থির করে সম্রাট প্রথম বেহরম্ (২৭২-২৭৫ খৃস্টাব্দ) তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ঘাতকের হস্তে মানির মস্তক ছিন্ন হয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই রোমরাজ্যের সম্রাট কন্‌স্টেন্‌টাইনের অধীনে রোম সাম্রাজ্য খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে বরণ করে। ফলে ইরাণীয় খৃস্টানগণ রুম্ বা বাইজান্তীয়ম্ (Byzantium)এর সম্রাটকে তাদের ধর্মগুরুরূপে বরণ করে। পম্পির রাজত্বকাল থেকে রোম ইরাণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এবং সামান্য সামান্য কারণে উভয় শক্তির সংঘাত ঘটতে থাকে। স্বভাবতঃই ইরাণীয় খৃস্টানগণকে সাসানীয় সম্রাটগণ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। তাদের কতকগুলি কার্যকলাপ এই সন্দেহের ভিত্তি দৃঢ় করে। দ্বিতীয় শাপুর সিদ্ধান্ত করেন ইরাণী খৃস্টানগণ ইরাণের প্রতি, সাসানীয় রাজবংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। সেই সময় থেকে খৃস্টানগণের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয় ও কালবিশেষে তাদের বিস্তর ক্ষতি হয়।

অনুমান ৪৮৭ খৃস্টাব্দে ইরাণে আর-এক ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় এবং ক্ষিপ্রগতিতে সেই ধর্ম সমগ্র ইরাণ ও আরমিনীয় দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মজ়দক (Mazdak)। ধর্মবিষয়ে এই সম্প্রদায় ভক্তি, জীবে দয়া, পশুপক্ষীর জীবনের মূল্য ও পবিত্রতা শিক্ষা দিত কিন্তু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে মজ়দকের মতবাদ ইদানীন্তন বলশেভিক্ বা সাম্যবাদীর পক্ষেও প্রগতিশীল বলা চলে। মানুষ মাত্রই সমান, কেবল জন্মকালে নয় জীবনভোর এই পূর্ণ সাম্য বিরাজ করে; একের সম্পত্তিতে এবং ভার্যাতে সকলের সমান অধিকার। এই নবীন বিপ্লবী মতবাদ এত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ও সাধারণ লোকের মনে রেখাপাত করছে দেখে সাসানীয়

সম্রাটগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং দৃঢ়হস্তে এই মতবাদের প্রসারবাধা করতে কৃতসংকল্প হন। ফলে নির্মমভাবে মজদকদের তাঁরা দমন করেন এবং ৫২৩ খৃস্টাব্দ থেকে ব্যাপকভাবে এই সম্প্রদায়ের হত্যালীলা আরম্ভ হয়।

ইতিহাসে ন্যায়নিষ্ঠ সংজ্ঞায় বিশ্রুত সম্রাট প্রথম নশীরবান্ -এর রাজত্বকাল ৫৩১ থেকে ৫৭৮ খৃস্টাব্দ। তাঁর রাজত্বকালই সাসানীয় শক্তির সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। তিনি আসিরিয়া, মেসপোটেমিয়া ও সমগ্র আরবদেশ জয় করে বিশাল ইরাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ৫৭০ খৃস্টাব্দে আরবদেশে মহাপুরুষ মহম্মদ আবির্ভূত হন। নশীরবানের রাজত্বের পূর্বেই জনগণের মন থেকে জরথুশত্র ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। শেষ সাসানীয় সম্রাটদের ধর্মরক্ষায় ঔদাসীন্য এবং মানি, মজদক্ প্রভৃতি উপরিউক্ত ধর্মযাজকদের সাধারণের চিত্তাকর্ষক মতবাদ-প্রচার এই দুটিই জন্দ ধর্ম নিষ্প্রভ হয়ে আসার মুখ্য কারণ। নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার শেষ উজ্জ্বলতার মতন নশীরবান্ এই সাসানীয় বংশের শেষ খ্যাতনামা সত্যনিষ্ঠ সম্রাট্। তাঁর রাজত্বকাল যেমন ঐ বংশের গৌরবের তুঙ্গশিখর তেমনই নির্বাণের পূর্বের অন্তিম উজ্জ্বলতাও বটে। গৌরবময় অধ্যায় কিন্তু শেষ অধ্যায় তাঁর রাজত্বকাল। নশীরবানের প্রাণত্যাগের পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সম্রাটের সঙ্গে সামন্ত নৃপতিদের এবং সামন্তদের মধ্যেও একের সহিত অন্যের বিরোধ ঘটতে থাকে। রাজত্বের লোভে এই সংঘর্ষ কিছুকাল চলতে থাকে। রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রবল আকার ধারণ করে। ধর্মঘটিত বা রাজনীতিঘটিত কোনও ব্যবস্থাতেই প্রজাবৃন্দ সন্তুষ্ট ছিল না। এই অন্তর্বিপ্লবে ও জনগণের অসন্তুষ্টির ফলে রাষ্ট্রের একতা ক্ষুণ্ণ ও রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এইজন্যই উদীয়মান ইসলাম শক্তির

বিক্ষোভ ঘাতেই ইরাণদেশ তাদের করতলগত হয়। আরবের সহিত ইরাণীদের সংঘর্ষের মধ্যে দুইটি যুদ্ধই উল্লেখযোগ্য ; একটি কোয়াডিসিয়্যার (Quadisiyya) যুদ্ধ (৬৩৬ খৃঃ) এবং অপরটি নহাবন্দের যুদ্ধ (৬৪২ খৃঃ)। পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইস্‌দেগিরদ পালিয়ে যান কিন্তু অবশেষে ধৃত ও নিহত হন।

আরবগণ ইরাণদেশ জয় করার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণের জনগণ তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ও দলে দলে ইসলাম ধর্ম বরণ করতে আরম্ভ করে। আরবদের আগমনের পূর্বে দেশে যে বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিপ্লব চলছিল তাতে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ; তাই শক্তিশালী আরবদের রাজত্বে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় স্বভাবতঃই ইরাণীগণ বিজেতাদের অনুকূলদৃষ্টিতে বন্ধুরূপে স্বাগত জানায়। তাদের স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিবিধ কারণের মধ্যে জরথুশ্‌ত্র ধর্মের পরবর্তী অবাঞ্ছনীয় রূপান্তরও অন্যতম মুখ্যকারণ। সৎবাক্য সৎচিন্তা ও সৎকর্ম এই মূলমন্ত্র থেকে দূরে সরে গিয়ে তখন এই ধর্ম হাজার রকমের শারীরিক শুদ্ধি আচারবিচার ও ক্রিয়াকলাপের নাগপাশে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল ; মূলতত্ত্বের হানি ঘটেছিল। জন্দ আবস্তার আদিখণ্ডের সঙ্গে পরবর্তী বেন্‌দিদাদ্‌ খণ্ডের তুলনা করলেই এ সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। বেন্‌দিদাদে ভাষা ও ভাব দুয়েরই রূপান্তর ঘটেছে। তাতে চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা শরীরশুদ্ধির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের নানারকম শুদ্ধিক্রিয়া, স্ত্রীলোকের ঋতুকালে হাজাররকম শুদ্ধি, অসুখের সময় শরীর শুদ্ধ করার বিবিধ ক্রিয়াকলাপ এবং জন্তুদের কষ্ট দিলে সেই পাপক্ষালন জন্য বহুপ্রকার বাহ্যিক কায়িক অনুষ্ঠান ও আচার এইসমস্ত বাহ্য প্রক্রিয়া ও শরীরশুদ্ধির বিস্তৃত বর্ণনায় বেন্‌দিদাদ্‌ গ্রন্থের কলেবর বিশাল আকার ধারণ করেছে। এমন-কি কোনও জন্তু-বিশেষের কোন্‌ অঙ্গে আঘাত করলে কি প্রায়শ্চিত্ত

হবে তার খুঁটিনাটি সুবিস্তৃত বিশদ আলোচনাকে ডাঃ তারাপোরবালা হাস্যকর সংজ্ঞা দিয়েছেন। মূল থেকে দূরে সরে গিয়ে ঐ ধর্ম তার সজীবতা ও আবেদন ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছিল ও জনগণের কাছে অনাদৃত হয়ে উঠছিল। এ সময়ে ধর্মজগতে ও রাজনীতিক্ষেত্রে লোকেরা একটা পরিবর্তন মনেপ্রাণে কামনা করছিল; এমন সময় ইসলামের আহ্বানে সহজেই তারা সাড়া দিল ও দলে দলে এই ধর্ম বরণ করতে লাগল। সাসানীয় নৃপতি, অভিজাত সামন্তবর্গ ও পুরোহিতগণের গর্ব ও আত্মকেন্দ্রিকতার তুলনায় ইসলামের বাহক আরব শাসকবর্গের অনাড়ম্বর সহজ ভাব ও তাদের প্রচারিত মানবপ্রীতি ও ভ্রাতৃত্বমন্ত্র সাধারণ নরনারীর মনে সহজেই রেখাপাত করে। প্রজাগণের সমর্থন পাওয়ায় এক প্রকার বিনা যুদ্ধে অতি সহজেই সমগ্র ইরাণ আরব-শক্তির করতলগত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ জরথুশ্ত্র-প্রচারিত অতি প্রাচীন ধর্মেরও অবসান ঘটে। মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে ইরাণে মাজ্দীয় ধর্মাবলম্বীদের উপর কোনও অত্যাচার করা হত না এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণও নিষিদ্ধ ছিল। স্বধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারের প্রবল উদ্দীপনা সত্ত্বেও আরবদেশীয় শাসকবর্গের একটা সহজাত গণতান্ত্রিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল। তারা নিজেদের জন্য যে-কোনও রাজ্যে যেরূপ ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা কামনা করত অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকেও তদ্রূপ স্বধর্মপালনে স্বাধীনতা দান করত। অধিকন্তু প্রাচীন ইসলাম আইন অনুযায়ী ইসলামধর্মী প্রজাদের কর দিতে হত না; অমুসলমান প্রজাদের কর দিতে হত, সুতরাং শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান শক্তি রাজস্ব বা অর্থাগম জন্য যথেষ্ট অমুসলমান প্রজারও প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের পক্ষে এ একটি প্রবল অন্তরায় ছিল। আরবকর্তৃক অধিকারের পর দুই শত বৎসর ইরাণদেশ আরবদের বিশাল সারাসেন্ (Saracen) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

অংশবিশেষরূপে পরিগণিত হত। ইরাণে আরবশাসনের অবসানের পর জরথুশত্রীয়দের উপর সত্যকার অবিচার ও অত্যাচার আরম্ভ হয়। ৯০০ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে আরবরাজত্বের অবসান ঘটে এবং তার পর প্রায় আট শত বৎসরের বেশি মাজ্‌দীয় বা জরথুশ্‌ত্রীয়ধর্মিগণের উপর বিবিধ অত্যাচার চলে; তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে কোনও মতে অস্তিত্ব বজায় রাখে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীগণ তাদের সম্রাট তোগরুল বেগের নেতৃত্বে পারস্য দেশ জয় করে এবং এই তুর্কীদের হাতেই ইরাণীয় প্রাচীনপন্থীদের চূড়ান্ত নির্যাতন আরম্ভ হয়। ঐ একই সময়ে গজনীর সুলতান মাহমুদ তাঁর ভারত-অভিযান আরম্ভ করেন। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও প্রাচীন ইরাণীয়গণ দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্বপুরুষদের ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকেন। সর্বসমেত তারা মাত্র কয়েক সহস্র ছিল। বর্তমান ইরাণে জরথুশত্রীয়দের সংখ্যা দশ হাজার— বিগত আদমসুমারীতে জানা গেছে। বিগত আটশতাব্দীর মধ্যে তাদের সংখ্যা ইরাণে এইরূপই ছিল। মুসলমান অত্যাচারীদের হাতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ জ়ন্দ আবস্তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখে তারা নিরাপদ স্থান জ্ঞানে ভারতবর্ষে সেই পবিত্র গ্রন্থ প্রেরণ করে এবং এই ভারতেই বিগত নয় শত বৎসর যাবৎ ইরাণের ঐ পবিত্র শাস্ত্রের খণ্ডগুলি সুরক্ষিত হয়ে এসেছে কিন্তু ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ চিরতরে ইরাণে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার উদ্ধারসাধনের কোনোই উপায় নেই। ইরাণে বিজেতাদের অত্যাচারে ও পীড়নে মাজ়দীয় ধর্মিগণের এরূপ দুর্দশা হয় যে তাহাদের ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের আশা নির্মূল হয়ে যায়। ক্রমশঃ ইরাণের মুষ্টিমেয় অভিশপ্ত মাজদীয় ধর্মিগণ দারিদ্র্যপীড়িত ও অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হয়। এইজন্য ভারতীয় পার্সীগণের তুলনায় বর্তমান ইরাণের অধিবাসী প্রাচীনপন্থীগণ মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তবে প্রাচীন কতকগুলি রীতি নীতি ও কিংবদন্তী ইরাণীদের নিকট সুরক্ষিত আছে এবং

তা স্বাভাবিক, যেহেতু এই ধর্মের উদ্ভবস্থান ইরাণ।

মুসলমান শাসকদের হাতে উৎপীড়নের সময় অহুর মজদার একনিষ্ঠ সত্যকার উপাসক কতিপয় ইরাণী ধর্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য প্রথমে খোরাসান্ প্রদেশের অন্তর্গত কোহিস্তান্ পর্বতমালার গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে; সঙ্গে তারা অনির্বাণ অগ্নিদেবকে বহন করে নিয়ে যায়। সেই দুর্গম পর্বতকন্দর থেকে তারা সুবিধা পেলেই ইসলামধর্মী বিজেতাদের আক্রমণ করত। তারা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত উগ্র স্বদেশপ্রেমী ও স্বধর্মনিষ্ঠ ছিল। ধর্ম ও দেশের জন্য তারা প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করত। অবশেষে বিজেতাগণ তাদের পর্বতগুহা আক্রমণ করলে পর তারা পারস্য উপসাগরের মুখশায়ী অরমুজ (ormuz) নামক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমানগণ সেই দ্বীপও যখন আক্রমণের আয়োজন করে তখন তারা বাধ্য হয়েই নৌকাযোগে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করে। তাদের এই যাত্রা ইংলণ্ডের তথাকথিত 'পিল্‌গ্রিম ফাদার'গণের আমেরিকা অভিমুখে ধর্মরক্ষার্থ ঐতিহাসিক যাত্রার সহিত তুলনীয়। তারা জানত ভারত তাদের আর্যগোষ্ঠীর দেশ, তাদের ভ্রাতৃভূমি তুল্য। তাই নিরাপদ স্থান বিবেচনায় তারা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে আগমন করে। প্রাণ দিয়েও স্বীয় ধর্মরক্ষার জন্য দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ এই মাজ্‌দীয় সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় গভীর ভগবদ্‌ভক্তিবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ছিল। প্রথমে কাথিয়াবার উপকূলসন্নিহিত দিব (Div) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে কয়েক বৎসর বাস করে। কিন্তু ঐ দ্বীপ তখন মনুষ্যের বাসোপযোগী ছিল না, তাই বিবিধ অসুবিধা ভোগ করতে হত। অতএব বাধ্য হয়ে তারা সেই দ্বীপ ত্যাগ ক'রে গুর্জরদেশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্দরে আগমন করে। এই বন্দরের তারা নাম দেয় 'সন্‌জান্' (Sanjan)। ইরাণ ভাষাবিদ্‌গণ বলেন ইরাণীয় 'হন্‌জামান্' শব্দের অর্থ 'মিলনস্থান'। তারই অপভ্রংশ ও সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'সন্‌জান্', কারণ ঐ স্থান ইরাণ থেকে আগত পার্সী

ও ভারতীয়দের প্রথম মিলনস্থান। সন্‌জানের গুর্জরদেশী হিন্দুধর্মাবলম্বী যাদব রাজা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান ও আশ্রয় দান করেন। সেই রাজার কি নাম ছিল ঠিক জানা যায় না; চলিত গুজরাটী ভাষায় তাঁকে লোকে 'যাদি রাণা' বলত। তিনি তাহাদের বসবাস ও অগ্নিমন্দির-নির্মাণ জন্য জমি দান করেন। আরবগণকর্তৃক ইরাণ বিজয়ের দেড় শত বৎসর পর পার্সীগণের ভারত-আগমনরূপ ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনাটি ঘটে। হিন্দুরাজার এই সহায় সহানুভূতি ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে পার্সীগণ তাঁকে কথা দেয় তারা ভারতবর্ষকে তাদের মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করবে, গুজরাটী ভাষাকে মাতৃভাষারূপে বরণ করবে, ভারতীয়দের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করবে এবং রাজার বিপৎকালে তাঁকে সর্বভাবে সাহায্য করবে; প্রয়োজনে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে। তারা কখনও এইসকল শর্ত বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নি, আজ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে দিল্লীর সম্রাট যখন গুজরাট আক্রমণ করেন এবং সন্‌জান্ বিপন্ন হয় তখন তাদের হিন্দু ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মাতৃভূমিরক্ষার জন্য পার্সীরা যুদ্ধ করেছে এবং অনেকে সেই যুদ্ধে জীবন আহুতি দিয়েছে।

অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে বিবিধ নির্যাতন সত্ত্বেও জরথুশত্রধর্মের উপাসক মুষ্টিমেয় পার্সী অহুর মজ্‌দার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ধর্ম ও সত্য রক্ষার জন্য তাদের সুরক্ষিত অনির্বাণ অগ্নি সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসেছিল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও আজ তারা ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' আমার ভক্তের কখনও নাশ হয় না—এই ভগবদ্ ঘোষণার দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা। বারো শত বৎসর পূর্বে সন্‌জানের রাজার কাছে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে; মনেপ্রাণে তারা ভারতীয়।

ভারতীয় পার্সী সম্প্রদায় থেকে অনেক গণ্যমান্য দানশীল ও নেতৃ-

স্থানীয় ব্যক্তি উদ্ভূত হয়েছেন। ভারতে স্বরাজ আন্দোলনে দাদাভাই নওরোজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ও দেশপ্রেমের জন্য ভারতীয়গণ আদর করে তাঁকে ভারতের 'দাদা' সম্বোধন করত। এই 'দাদা' শব্দের অর্থ 'ঠাকুরদা'। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাঁরা প্রথম আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও দাদাভাই নওরোজী অন্যতম। ব্যবসায়ক্ষেত্রে জামসেদজী টাটার নাম জগদ্‌বিখ্যাত। লোহা ও ইস্‌পাতের কারখানার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। কেবল ব্যবসায়ে নয়, শিক্ষাজগতেও তিনি বাঙ্গালোরে 'Indian Research Institute' নামক বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। অপর একজন পার্সী জামসেদজী জিজিভয়ের দানশীলতা ও বিবিধ সৎকার্যে অকৃপণহস্তে প্রচুর অর্থদান ভারতবাসীর সুবিদিত।

জরথুশ্‌ত্রধর্মের জন্মভূমি ইরাণে বিবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সে ধর্ম আজও জীবিত আছে এবং সেই সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে স্বধর্ম-পালন করে। বিগত প্রায় আট শতাব্দী যাবৎ এই সম্প্রদায়ের উপর তথায় বিবিধ উৎপীড়ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিগত ১৯০০ খৃস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ইরাণ সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হওয়ায় তথাকার মজ়দীয় সম্প্রদায়ের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। তারা যে-সমস্ত অসুবিধা ভোগ করে আসছিল এবং তাদের দমিয়ে রাখার জন্য যেসমস্ত আইন সৃষ্টি হয়েছিল এখন সেসব অসুবিধার অনেকগুলি দূর হয়েছে এবং আইনেরও পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে সৈন্যবিভাগে প্রবেশের অধিকার তাদের ছিল না এবং মুসলমানদের ন্যায় সব বিষয়ে সমান সুবিধা পেত না। বিংশ শতাব্দীর পারস্যের কর্ণধার শাহ রেজা খান্ পহ্‌লবী তাদের সৈন্যবিভাগে প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে সমান স্তরে তাদের উন্নীত করেছেন। এখন ইরাণে

মুসলমান অমুসলমান প্রজার সর্ববিষয়ে সমান অধিকার। এখন নিশ্চিন্ত মনে মাজদীয় সম্প্রদায় তাঁদের ধর্ম পালন করেন; কেউ কোনও বাধা দেয় না। ধর্মান্তরকরণ তো দূরের কথা, ধর্মপ্রচার করাই জরথুশ্ত্রধর্মে নিষিদ্ধ, তজ্জন্য তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কোনও প্রয়াস দেখা যায় না। সংখ্যার চেয়ে ধর্মের সারকেই তাঁরা বড় করে দেখেন। এই ধর্ম এখন বংশগত ধর্ম।)

ভারতীয় পার্সীদের বর্তমান সংখ্যা নব্বুই হাজারের অধিক হবে। বর্তমানে ভারতীয় পার্সী সম্প্রদায়ের দুটি বিভাগ আছে—একটির নাম 'শেহেন্শাহী', অপরটির নাম 'কদিমি'। অধিকাংশ ভারতীয় পার্সী প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, দ্বিতীয় গোষ্ঠী সংখ্যায় লঘু কিন্তু ইরাণে অবস্থিত মাজদীয়গণ সকলেই 'কদিমি' সম্প্রদায়ভুক্ত। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য অতি নগণ্য। দুটি মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয়; ১. বৎসর আরম্ভ নিয়ে গণনার মতভেদ। শেহেন্শাহী সম্প্রদায়ের বছর আরম্ভের একমাস আগে 'কদিমি'দের নববর্ষ সূচনা হয়; ২. দু-একটি ব্রত সম্বন্ধে এবং জন্দ আবস্তার কতিপয় উচ্চারণ সম্বন্ধে পার্থক্য। এই পার্থক্যগুলি এত নগণ্য বলেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও বিরোধ, দ্বেষ বা রেষারেষি দেখা যায় না। উভয় সম্প্রদায় পরম প্রীতিতে একত্রে বসবাস করে।

ইরাণের ভাষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলে ইরাণের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকে। ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আর্যশাখার দুই প্রধান উপশাখা হল ভারতীয় ও ইরাণীয়। ইরাণীয় উপশাখার অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল জন্দ বা আবস্তীয় ভাষা এবং প্রাচীন পারসিক। ইরানের উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষাবিশেষ ছিল আবস্তার ভাষার মূলরূপ। আবস্তার প্রাচীনতম অংশ হল গাথা। ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে এই গাথার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তদ্-

ব্যতীত সাধারণভাবে জন্দ ভাষার বহু শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কখনও কখনও একই শব্দের ঈষৎ রূপভেদ বা উচ্চারণের ঈষৎ বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। বেদের গাথা, সূক্ত, অসুর, সোম, মনুষ্য, অর্য, বৃত্রঘ্ন, যজ্ঞ, সপ্তসিন্ধু, গৌ, অপ, শর্ব, মিত্র, অথর্বন্, যম প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে আবস্তায় গাথা, হুখ্ত, অহুর, হওম, মইন্যু, অইর্যো, বেরেথ্রঘ্ন, যস্ন, হপ্তহিন্দু, গাও, অপো, শ উর্ব, মিথ্, অথ্বন্ ও যিম রূপ ধারণ করেছে। এই শব্দসাম্য ও শব্দসাদৃশ্যজন্য বহু আবস্তার মন্ত্র ঈষৎ পরিবর্তনে বৈদিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত আবস্তীয় মন্ত্র ও তার সংস্কৃত রূপান্তর অনুধাবন করলে এই তত্ত্ব প্রতীত হবে —

হাবনীম্ আ রতুম্ আ
হওমো উপাইৎ জরথুশত্রম্।
অত্রেম্ পইরি-য়াওজ্ দথেন্তেম্
গাথাস্ চ স্রাবয়িন্তেম্

এই আবস্তীয় মন্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে রূপান্তরিত করলে এইরূপ দাঁড়াবে—

সবনিম্ আ ঋতুম্ আ
সোম উপৈৎ জরথুষ্ট্রম্।
অগ্নিং পরি-যোস্-দধন্তম্
গাথাশ্চ শ্রাবয়ন্তম্।

জ্যাক্সন (Jackson) তাঁর *Avesta Grammar* গ্রন্থে বলেছেন—'মহাকাব্যের সংস্কৃত ভাষার সহিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ হইতেও গাথিক আবস্তার ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। কয়েকটি ধ্বনিতত্ত্ব অনুসরণ করলে আবস্তার প্রতি গাথাই নিমেষে বৈদিক সংস্কৃতে পরিণত হয়।'

এই উক্তি অতি সত্য এবং বহু আবস্তা মন্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে

রূপান্তরিত ক'রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করে গেছেন। মনীষী তারাপোরবালার প্রণীত *Collected Sanskrit Writings of the Parsis* এবং গুজরাটী পণ্ডিত খবরদার বিরচিত—*New light on the Gathas of Holy Zarathustra* গ্রন্থে আবস্তার বহু গাথার সংস্কৃত অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

আবস্তিক ভাষার সহিত প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় সংস্কৃতের সহিতও প্রাচীন ইরাণী ভাষার সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যশাখার বৈদিক সংস্কৃত ভাষা যেমন কালক্রমে পালি প্রাকৃতে ও সংস্কৃত ভাষার বর্তমান রূপে পরিবর্তিত হয়, প্রাচীন ইরাণীয় ভাষাও তদ্রূপ কালবিবর্তনে প্রাকৃত সমতুল্য পহ্‌লবী ভাষায় বা মধ্য-ইরাণীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়। প্রাকৃত ভাষা যেমন বর্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যিক ভাষার জননী, পহ্‌লবীও তেমনই বর্তমান পারসীক ভাষার জননী। খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান পারসীক ভাষার উৎপত্তি হয়। আবস্তীয় বা জন্দ ভাষা মাতামহীস্থানীয়া বলেই বহু জন্দ শব্দ ইদানীন্তন পারসীক ভাষায় দৃষ্ট হয়। ডাঃ তারাপোরবালা তাঁর *Elements of the Science of Language* গ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রাচীন পারসীক ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে দরিয়ুসের শিলালিপির ইরাণী ভাষা কত সহজে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয় তা দেখিয়েছেন। বর্তমানে ইরাণে 'আঞ্জুমান্-ই-সিনাশী' নামে অভিহিত আর্য-ইরাণীয় ভাষা ও সাহিত্য গবেষণাচক্রের কল্যাণে বৈদিক সংস্কৃত, বর্তমান সংস্কৃত, প্রাচীন পারসীক, জন্দ, পহ্‌লবী ও বর্তমান পারসীক প্রভৃতি ভাষার ব্যাপক গবেষণা ও তুলনামূলক আলোচনা চলিতেছে। মাদ্রাজের খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ্ কুন্‌হন্‌রাজা ইরাণে গিয়া এই কর্মে সহায়তা করছেন।

প্রাচীন ইরাণদেশবাসীর পূজিত অবতারদের মধ্যে জরথুশ্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বনিয়ন্তা 'অহুর মজদার' উপাসনা প্রবর্তন করবার জন্যই তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর পূর্বে তিনজন বিশ্রুত ধর্মাচার্য ইরাণদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—বিবন্ঘন্ত (Vivanghant), অথয়িআ (Athwya) এবং থ্রিত (Thrita)। জরথুশ্ত্র বাইবেলের মোজেজের সমতুল্য ও তৎপূর্ববর্তী প্রভুদূত তিনজন মোজেজের পূর্ববর্তী ইহুদী ধর্মপ্রচারক তিনজন আব্রাহাম্, আইজাক ও য়াকবের (Jacob) সহিত তুলনীয়।

কথিত আছে, জরথুশ্ত্রের আবির্ভাবের তিন হাজার বছর পূর্বেই তাঁর ভাবী আগমন সম্বন্ধে দৈব ঘোষণা হয়। ইরাণরাজ যিম্ ভাবের আবেশে ভাবী অবতারের রূপ দর্শন করেন এবং তাঁর আগমনে দুর্জন দস্যুদের সম্পূর্ণ পরাজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন।

জরথুশ্ত্র কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন এ বিষয়ে পণ্ডিতদের নানামত দৃষ্ট হয়। কেহ তাঁর কাল খৃষ্টপূর্ব ১২০০০, কেহ ৬০০০, কেহ ৪০০০ নির্ণয় করেছেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী— এ সম্বন্ধে সকলেই একমত।

ইরাণের প্রাচীন মানুশ্-চীহর রাজবংশে তাঁর আবির্ভাব হয়। পিতার নাম পৌরুশস্প এবং মাতা দুঘ্‌ধোবা দেবী। পশ্চিম ইরাণে উরুমিয়া হ্রদের সন্নিহিত আজারবাইজান বা আত্রোপাতিন (Atropatene) জেলার অন্তর্গত 'তখ্‌তে সুলেমান্' নামক অঞ্চল তাঁর জন্মভূমি। বর্তমান গবেষণা এই কিংবদন্তীকেই সমর্থন করে।

জগতের প্রতি অবতারের আবির্ভাবের ন্যায় জরথুশ্ত্রের আবির্ভাবও ঐশী মহিমা ও ভগবদ্‌বিভূতিতে পূর্ণ। ভগবান কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু

প্রভৃতির ন্যায় তাঁর জন্মকালে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে; বিভুর মহিমা-প্রসাদিত এই শিশু ধার্মিকদের বিশ্বাস হয়। মাতা দুঘ্‌ধোবা দেখতে পান দেবদূতরা এসে সেই অনবদ্য জ্যোতির্ময় নবজাতকের পূজা ও স্তুতি করছে। তাঁর জন্মকালে শ্যামলা পৃথিবী প্রকৃতিরানী আনন্দে মগ্ন হয় এবং বিবিধভাবে সে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। দুর্জন দস্যু প্রভৃতি কুমতির গোষ্ঠীরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পাতালে পলায়ন করে।

জরথুশ্‌ত্র জাতবিজ্ঞ ছিলেন। শৈশবেই তাঁর অদ্ভুত শক্তি ও অসীম জ্ঞান দেখে সকলে বিস্মিত হয়। দেবদূতরা তাঁর নাম দেন 'স্পিতম্ জরথুশ্‌ত্র'; 'স্পিতম্' বংশে তাঁর জন্ম। স্পিতম্ শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ। ইরাণীয় ভাষায় জরথুশ্‌ত্র শব্দের অর্থ সত্যনিষ্ঠ ধর্মনিষ্ঠ। তাঁর নামের বিবিধ বানান বিবিধ রূপ দৃষ্ট হয় বিভিন্ন পণ্ডিতের রচনায়। জরথুষ্ট্র, জরতুস্ত, জরদুষ্ট, জরদুহস্ত ইত্যাদি। গ্রীক মনীষীদের লেখায় Zoroaster রূপটি প্রথম পাওয়া যায়। প্রাচীন ইরাণে এবং পার্সীদের জন্দ্ সম্বন্ধীয় রচনায় সর্বদাই 'জরথুশ্‌ত্র' নামই আমরা পাই। অধ্যাপক তারাপোরবালা প্রমুখ পার্সী পণ্ডিতগণ 'জরথুশ্‌ত্র' শব্দের অর্থ করেছেন 'সুবর্ণ কান্তি', 'স্বর্ণভাস্বর'। 'জরথ' শব্দের অর্থ স্বর্ণবর্ণ এবং 'উশ্‌ত্র' শব্দের অর্থ দীপ্তি বা কান্তি।

ঐ অলোকসামান্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই দস্যু পিশাচ অর্থাৎ 'কু'র প্রতীক যাহা-কিছু সবই তার প্রাণনাশের জন্য চক্রান্ত করতে থাকে। তুরাণের রাজা দুরাশ্‌রোবো (Durasrobo) তখন দস্যু-উপাসকদের দলপতি ছিলেন। বাইবেলে শিশু যীশুর প্রাণনাশে উদ্যত রাজা হেরদ (Herod) ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবধে সচেষ্ট কংস রাজের সঙ্গে এই তুরাণ দেশীয় রাজার তুলনা করা চলে। সেই নৃশংস রাজা শিশু জরথুশ্‌ত্রের প্রাণনাশ করার জন্য বিবিধ চেষ্টা করেন; ভূত পিশাচ

দৈত্যদের তজ্জন্য কাজে লাগান, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে জগৎ-প্রভু মজদা তাঁর প্রিয় সন্তানকে রক্ষা করেন।

সাত বছর বয়স হলে জরথুশ্‌ত্রকে তাঁর পিতা বুরুজিন কুরুশ্‌ নামে একজন জ্ঞানী আচার্যের অধীনে শিক্ষার জন্য রাখেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং বিধর্মী ইরাণীদের সঙ্গে বিতর্ক ও বিচারে অদ্ভুত যুক্তি মনীষা ও মেধাশক্তির পরিচয় দেন। বাল্যকালে যীশুও অনুরূপভাবে বিধর্মী ইহুদী পুরোহিতদের বিচারে পরাজিত করেন।

ভারতীয় আর্যগণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতির ন্যায় ইরাণীয়গণের উপনয়ন-দীক্ষা হয়। তাঁরা কশ্‌তী অর্থাৎ উপবীত ও মেখলা মৌঞ্জী ধারণ করেন। পনেরো বছর বয়সে জরথুশ্‌ত্রর উপনয়ন সংস্কার হয়; তিনি মেখলা ও উপবীত গ্রহণ করেন। বিষয়ে তাঁর বিরতি, সংসারে অনাসক্তি প্রকাশ পায়। জীবের দুঃখ ও দুর্গতির দৈনন্দিন দৃশ্য তাঁর কোমল অন্তরে বেদনার করুণ গুঞ্জন তুলত। পথে অভুক্ত কুকুর দেখলেও তাঁর চোখ করুণাসজল হয়ে উঠত।

বিশ বৎসর বয়সে তিনি পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে ভ্রমণে বাহির হন এবং নানা জনপদ দর্শন করেন। পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁর অঙ্গ-আভরণ ছিল। অসৎ বা কু কোনো কিছুই তাঁর নিকট প্রশ্রয় পেত না। দশ বৎসর তিনি অরণ্য, বিজন মরুভূমি ও প্রান্তরে প্রান্তরে বিচরণ করেন। দুর্গম গিরিশিখরে ও দুর্ভেদ্য পর্বতগুহায় দীর্ঘকাল কেবল ফলমূল ও দুধ খেয়ে কাটান। এই সময়ে কঠোর তপস্যায় তিনি জিতেন্দ্রিয় হন; বিভু-নির্দিষ্ট মহান্‌ কর্মের জন্য নিজেকে কায়ঃমনে প্রস্তুত করেন। সাবাতান্‌ পর্বতশিখরে জগৎপতি অহুর মজদার সহিত সমাধিযোগে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন ও মঙ্গলময়ের শ্রীমুখের সাক্ষাৎ উপদেশ শ্রবণ করেন। এই ঘটনার সঙ্গে বাইবেলে কীর্তিত সিনাই পর্বত-

শিখরে মোজেজের প্রভুর দর্শন ও আদেশশ্রবণ তুলনীয়। এইরূপে দশ বছর কঠোর তপস্যায় আত্মশোধনে অতিবাহিত করে জরথুশ্‌ত্র ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করেন এবং জরথুশ্‌ত্রীয় বা মাজদীয় ধর্ম -প্রচারে ব্রতী হন।

ইরাণের বিশ্‌তস্‌প্‌ (Vishtasp) নামক রাজার রাজত্বকালে মে মাসের পঞ্চম দিনে পৃথিবী যখন তরুণ অরুণ রাগে রঞ্জিত, প্রকৃতি শান্ত মৌন, এমন সময়ে দাইতি (Daiti) নামক নদীর তীরে জরথুশ্‌ত্র আত্মোপলব্ধি করেন; সুমতির প্রতীক বোহুমনো (Vohumano) নামক দেবদূতের আবেশ হয় তাঁর উপর। অলৌকিক দিব্যদ্যুতি দর্শনে জরথুশ্‌ত্র সমাধিমগ্ন হন; বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়; দেবদূত তাঁর আত্মাকে ভৌতিক কলেবরের কোষ থেকে মুক্ত করে পরমপিতা অহুর মজদার সঙ্গে একাত্ম করেন এবং তিনি পরমজ্ঞান ও পরাশক্তি লাভ করেন। এই তত্ত্বোপলব্ধি থেকেই জরথুশ্‌ত্রীয় বা মাজদীয় ধর্ম বা মজদা-উপাসনার সৃষ্টি হয়।

এই সময় হইতে জরথুশ্‌ত্র ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত হন। প্রথমে তিনি বিধর্মী ভ্রান্তমতি দুর্জনদের এবং কবি ও 'করপ্‌' নামে অভিহিত তাদের দলপতিগণকে প্রকৃত জ্ঞানদানে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই সৎকার্যে তাঁকে বহু বিরোধিতা ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। প্রচারজন্য বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেন; তিনি ভারত এবং চীনদেশেও এসেছিলেন ইরাণীয় কিংবদন্তীতে জানা যায়, কিন্তু তথায় কেহ তাঁর ধর্ম গ্রহণ না করায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি আরও ছয় বার ঐশীবিভূতি ও দিব্যদর্শন লাভ করেন। এই ছয় বারে লব্ধ বিভূরূপা তাঁকে সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টার পদ দান করে। সুমতি বা সৎচিন্তার প্রতীক বোহুমনো তাঁকে কুমতির প্রতীক শয়তান অহ্রিমনের (Ahriman) পুনঃ পুনঃ আক্রমণ

থেকে রক্ষা করেন। সনাতনধর্মগ্রন্থের শনি বা অলক্ষ্মী এবং কোরান্ ও ইহুদী ধর্মের শয়তানই মাজদীয় ধর্মের বা জন্দ্ আবস্তার অহ্রিমন্।

শয়তান অহ্রিমন্‌কে পরাজয় করার পর সকল দস্যু বা দুর্জন জরথুশ্ত্রের পদানত হয়। দশ বৎসর ধর্মপ্রচারের মধ্যে একজন মাত্র তাঁর দীক্ষিত হয়, তাঁর আত্মীয় মেতিয়োমাহ্ (Metyomah)। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেণ্ট্ জনের ন্যায় আচার্যের অনুগত ভক্ত ছিলেন। আরও দুই বৎসর পর তাঁর ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর প্রচারকার্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সময়ে তিনি ইরাণের তদানীন্তন রাজা বিশ্‌তস্‌প্ বা গুশ্‌তস্‌প্‌কে এবং তাঁর রানী ও পুত্রকে দীক্ষিত করেন; রাজা দীক্ষিত হওয়ায় ঐ ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠে। রাজার পুরোহিতরা প্রথমে তীব্র বিরোধিতা করেন; যুক্তিতে তাদের তিনি পরাস্ত করেন এবং বহু দৈবশক্তির পরিচয়দানে রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করেন। পরবর্তীকালে রাজা অশোকের বৌদ্ধধর্মগ্রহণ এবং রাজা কনস্টেনটাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সহিত রাজা বিশ্‌তস্‌পের দীক্ষার তুলনা করা চলে।

জনশ্রুতি এই, জরথুশ্ত্র্ রাজা বিশ্‌তস্‌পের স্বধর্মদীক্ষাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কিস্‌মরের অগ্নিমন্দিরের সম্মুখে একটি সাইপ্রেস্ (Cypress) বৃক্ষ রোপণ করেন। শীঘ্রই গাছটি শ্যামল পত্রে কাণ্ডে বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে; তার শাখাপ্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হয়। স্বল্পকালমধ্যে বৃক্ষের ঐরূপ বৃদ্ধি দর্শনে মানুষের বিশ্বাস হয়, ঐ বৃক্ষ যার প্রতীক সেই প্রচারিত নবধর্মও অনতিবিলম্বে সমগ্র ইরাণদেশে ছড়িয়ে পড়বে। রাজা বিশ্‌তস্‌প্, তৎপুত্র ইস্‌ফেন্‌দির এবং রাজার বীর ভ্রাতা জাইরি বাইরি এই ধর্মের শত্রুদের সহজেই পরাস্ত করে প্রচারের পথ সুগম করে দেন।

রাজার দীক্ষার পর পনেরো বৎসর ধর্মযুদ্ধ চলে, তৎপর দেশে শান্তি-

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পনেরো বৎসর জরথুশ্‌ত্রও বহু দিব্যশক্তির পরিচয় দেন। যীশুর ন্যায় বহু অন্ধের দৃষ্টিদান করেন, বহু আতুরকে রোগমুক্ত করেন। তিনি অনেকগুলি অগ্নি-উপাসনার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ মড়ক অপসৃত হয়। দৈত্যদানবপূজা জাদুবিদ্যা প্রভৃতি লুপ্ত হয়। এই সময়কার ধর্মযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ জন্দ্‌ আবস্তায় পাওয়া যায়; আট জন বিখ্যাত বিধর্মী শত্রুদলপতির বিশ্‌তস্‌প্‌ ও তদীয় ভ্রাতার হস্তে পরাজয়কাহিনী আমরা পাই। এর মধ্যে শয়তান অহ্রিমনের অনুগত তুরাণ দেশীয় রাজা অরজশ্‌পের (Arjasp) সঙ্গে ইরাণীয় রাজার ভীষণ যুদ্ধ-বিবরণ সত্যই লোমহর্ষকর। প্রথম বার বিশ্‌তশ্‌প্‌ বিজয়ী হন, কিন্তু দ্বিতীয় বার অরজশ্‌পের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে এবং অরজশ্‌প্‌ ইরাণের রাজধানী নৃশংসভাবে ধ্বংস ও লুঠতরাজ করেন। মন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করেন ও প্রার্থনারত পুরোহিতদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই হত্যালীলা-প্রসঙ্গে মহাপুরুষ জরথুশ্‌ত্র কি ভাবে দেহরক্ষা করেন তার বিশদ বিবরণ শাহ্‌নামা গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্বৃত্তগণ অগ্নিমন্দির ধ্বংস করে এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আবস্তা অগ্নিসাৎ করে। তুর্‌বারাতুর্‌ নামে এক তুরস্কসৈন্য জরথুশ্‌ত্রকে আক্রমণ করে ও শিরে আঘাত করে। সাতাত্তর বৎসর বয়সে এইভাবে সেই ধর্মাচার্য দেহরক্ষা করেন। কথিত আছে, তাঁর জপের মালা আততায়ীর অঙ্গে পড়ে ও তাহা হইতে আশ্চর্যভাবে উৎপন্ন অগ্নিতে সেই আততায়ী পঞ্চত্বলাভ করে। এই ভাবে মহিমার পূর্ণদ্যুতি-মাঝে অহুরমজদার প্রিয়সন্তান ঈশদূত জরথুশ্‌ত্র দেহরক্ষা করেন; প্রয়াণপূর্বে তাঁর সহস্র সহস্র শিষ্যে ইরাণদেশ পূর্ণ হয়েছিল।

ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের তিরোধানের পর তাঁর জামাতা যমসৃপকে প্রধান পুরোহিতরূপে ইরাণীয়গণ বরণ করে এবং এই যমসৃপই সর্বপ্রথম জরথুশ্ত্রের বাণী লিপিবদ্ধ করেন; সেই গ্রন্থের নাম জন্দ্ আবস্তা। ইহাকে জন্দ্আপিস্তা বা জন্দ্অবস্তা বা আপিস্তক্ উ জন্দ্ও বলা হয়। ইহাই এই ধর্মের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। জন্দ্ আবস্তা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, আবস্তা = মূলগ্রন্থ, জন্দ্ = টীকা অর্থাৎ মূলগ্রন্থ ও তার টীকা। সংক্ষেপে ইহাকে শুধু 'আবস্তা'ও বলা হয়। এই গ্রন্থ চারিটি অংশে বিভক্ত— ১. বেনদিদাদ্ (vendidad) ২. বিস্পেরাদ্ (visperad) ৩. যস্ন (yasna) এবং ৪. খোরদেহ্ আবস্তা অর্থাৎ ক্ষুদ্র আবস্তা। ১. বেন্দিদাদ্— ইহাতে ধর্ম সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়ম বা বিধি এবং পুরাকালের সৃষ্টি প্রলয় প্রভৃতি বর্ণনাত্মক পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়। আহ্রিমন্ বা শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে যে যে গুণ থাকা দরকার তাহারও বিবৃতি আছে; ২. বিস্পেরাদ্— এই অংশে যজ্ঞের প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে। যস্ন খণ্ডের সহিত এই অংশ এক করলে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে পড়বে; ৩. যস্ন (yasna) = সংস্কৃত যজ্ঞ; ইহাতেও যজ্ঞের প্রক্রিয়া ও পাঁচটি গাথা আমরা পাই। গাথাগুলি আবস্তার কালেরও পূর্ববর্তী এবং প্রাচীন (archaic) ভাষায় লিখিত। ঋগ্বেদের ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য আছে; ৪. খোরদেহ্ আবস্তা অর্থাৎ ক্ষুদ্র আবস্তা। ইহাতে প্রার্থনা ও স্তুতি আছে।

আবস্তা কোনো একজন ব্যক্তির রচনা নহে; ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার লেখার সমষ্টি হল আবস্তা। আবস্তার ভাষা অধুনা অপ্রচলিত, অতি প্রাচীন ইরাণীয় ভাষা এবং আর্যগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন খণ্ডে ভাষার তারতম্য লক্ষিত হয়, এবং সাধু ভাষা ছাড়া আঞ্চলিক কথিত ভাষাও (Dialects) দৃষ্ট হয়। ইহাতে মহাপুরুষ জরথুশ্ত্রের বাণী ছাড়াও পরবর্তী কালে তাঁর অনুগত সিদ্ধপুরুষ ভক্তবৃন্দের বাণীও সংকলিত হয়েছে। 'গাথা' অংশেই প্রধানতঃ জরথুশ্ত্রের নিজের বাণী ও তাঁর রচিত প্রার্থনা স্তুতি লিপিবদ্ধ আছে। বিদ্বৎসমাজ গবেষণা দ্বারা সর্ববাদিসম্মত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মহাপুরুষের মৌলিক বাণীর সংকলন গাথাখণ্ডেই আছে এবং অন্যান্য খণ্ডে প্রথম ধর্মপ্রবর্তকের তিরোধান, অনন্তর দীক্ষিত শিষ্য ধর্মযাজকদের উক্তিই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে।

রাজা (দরিয়ুস) দারয় বহুশের রাজত্বকাল ৫২১-৪৮৫ খৃষ্টপূর্ব। তাঁর সময়ে এই ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের রূপ পেয়েছিল। কথিত আছে, সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর নির্দেশে আবস্তার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ একত্র করেন। একুশটি খণ্ডে বিষয় ভেদে স্বর্ণাক্ষরে গ্রন্থটি লিখিত হয়। পারসিপোলিসের রাজকীয় গ্রন্থাগারে উহা সযত্নে রক্ষিত হয়।

আলেকজান্দার কর্তৃক পারসিপোলিস্ রাজভবন ভস্মীভূত হয়। সঙ্গেসঙ্গে পবিত্র ধর্মগ্রন্থও অগ্নিসাৎ হয়। পার্থিয়ার রাজা ইরাণ সম্রাট প্রথম বলখাশের রাজত্বকালে (৫১-৭৭ খৃষ্টাব্দ) আবস্তার পুনঃ সংকলনকার্য আরম্ভ হয় এবং সাসানীয় রাজা দ্বিতীয় শাহ্পুরের রাজত্বকালে (৩০৯-৩৭৯) ঐ সংকলনকার্য সমাপ্ত হয়। এই সংকলনকার্যে পণ্ডিতগণ সাহায্য করেন। বিশেষ করে আদরবাদ্ মারসপন্দ্ এবং আরদা বিরাফ্ নামে দুইজন দস্তুর বা শ্রেষ্ঠ পুরোহিত এই সংকলন জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন।

জরথুশ্‌ত্র ধর্ম

জরথুশ্‌ত্রর আবির্ভাবের পূর্বে ইরাণদেশে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। জনগণ মদ্যপান মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি ব্যভিচারলিপ্ত ছিল। এইজন্যই জরথুশ্‌ত্রের শিক্ষা প্রধানতঃ নীতিমূলক, আচরণনিষ্ঠ। তিনি সৎবাক্য সৎচিন্তা ও সৎআচরণ জন্য বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। কেবল জ্ঞানে খাঁটি থাকলে হবে না, জ্ঞান ও আচরণের সামঞ্জস্য বিধান করলে তবেই সত্য প্রতিষ্ঠা হয়, তবেই জ্ঞান সার্থক। আবস্তার যস্ন নামক অধ্যায়ে বহুবার পরমপিতা অহুর মজদাকে 'সৎচিন্তার উৎস, সৎবাক্য ও সৎআচরণের প্রেরক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জন্দ্‌ ভাষায় এই তিনটি মূলনীতিকে— হুমত, হুখ্‌ত ও হুবর্শত বলা হয়। হুমত অর্থাৎ সুমতম্‌ সৎচিন্তা ; হুখ্‌ত অর্থাৎ সূক্ত (সু উক্ত) সৎবাক্য ; হুবর্শত অর্থাৎ সুবৃক্ত বা সুবৃত্ত সৎ আচরণ। এই তিনটিকে জন্দ্‌ ভাষায় যথাক্রমে মনশ্নী, গবশ্নী ও কুনাশ্নীও বলা হয়। এই তিনটি শিক্ষা বা নীতির সঙ্গে জৈন ধর্মের ত্রিরত্ন সম্যক্‌ দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌ চারিত্র তুলনীয়। কোরাণেও পয়গম্বর মহম্মদ বার বার এই তিনটি নীতি পালন জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন— পৃথিবীর যে-কোনও স্থানে যখনই কোনো মহাপুরুষ এই ত্রিরত্ন শিক্ষা দেবেন তিনিই পয়গম্বররূপে বরণীয়। ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচার সম্বন্ধীয় জরথুশ্‌ত্র বাণীতে সর্বদাই গভীর আন্তরিকতার সুর ব্যঞ্জিত হয়। কায় মন ও বাক্যের শুদ্ধি অর্থাৎ এক-কথায় আত্মশুদ্ধি বা পবিত্রতা হল এ ধর্মের মর্মকথা। আবস্তাবাণী 'জন্মের পর মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ হল পবিত্রতা' (ফর্‌গর্‌দ্‌ ৫, ২১-২৬)।

সৎচিন্তা সৎবাক্য ও সৎকর্ম এই তিনের মধ্যে সৎচিন্তাই প্রথমে উক্ত হয়েছে, কারণ প্রথম মনে সৎচিন্তা উদয় হলে তবে সৎবাক্য

সৎকর্ম সম্ভব হয়। যদিও সৎচিন্তার স্থান প্রথম তথাপি এই ধর্মে সৎকর্ম বা সৎ আচরণের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আচরণ যদি সাধু বা সৎ না হয় তবে সৎচিন্তার কোনোই সার্থকতা নেই। অধিকন্তু অসৎচিন্তা উদয় না হলে অসৎকর্ম বা অসাধু আচরণের প্রশ্নই উঠে না। আচরণ জ্ঞানানুপেত না হলে সে জ্ঞান বৃথা ভার বহন মাত্র এবং সে আচরণ মিথ্যাচার। মজ্‌দা বার বার বলেছেন— 'অশ'র অর্থাৎ সত্যের মার্গে যাবার জন্য সৎকর্মই প্রধান অবলম্বন। মাজদীয় ধর্মকে কর্মযোগের ধর্ম বলা যায়, কারণ কর্ম বা আচরণের উপরেই এই ধর্মের সার্থকতা নির্ভর করছে। পরমেশ্বর আমাদের শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে আমরা কর্ম করতে পারি। অতএব আমরা যদি ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করি এবং প্রকৃত কর্ম না করি তবে তার জন্য আমরাই দায়ী। সাধু আচরণই সত্যসেবকের প্রকৃত পরিচয়।

সত্যস্বরূপ অহুর মজদার বা অসুর মহৎ ধ্যায়ীর শত্রুরূপে অসতের প্রতীক 'অংগ্রো-মইন্যু'র উল্লেখ আছে এবং অদ্যাবধি জন্দ্‌ধর্মাবলম্বিগণ প্রাত্যহিক উপাসনায় এই অংগ্রো-মইন্যুর নিন্দা করে থাকেন।

সু ও কু॥ সু ও কু বা সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব মানবমনে চিরকাল ধ'রে চলে আসছে, তাই প্রত্যেক জাতির ধর্মশাস্ত্রে এই সু ও কু বা সৎ ও অসৎ -এর প্রতীকের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখতে পাই। কেবল সু বা কেবল কু, নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা নিরবচ্ছিন্ন অসৎ প্রপঞ্চজগতে কখনও সম্ভব হয় না; দুটি অচ্ছেদ্যভাবে মানবমনে বিরাজ করে। প্রতি জীবেই দোষগুণ মিশ্রিত থাকে। আবস্তার 'যস্‌ন' খণ্ডে (৩০-৪) বলছেন, "এই দুই যুগ্ম শক্তি সু ও কু মিলিতভাবে সৃষ্টির সূচনায় জীবের জন্ম দিয়েছিল।" সু বা সৎ -এর প্রতীক হচ্ছে 'স্পেন্‌তো-মইন্যু' এবং কু বা অসৎ -এর প্রতীক হচ্ছে 'অংগ্রো-মইন্যু'। 'বেনদিদাদ্‌' খণ্ডে 'সু'র নাম দেওয়া হয়েছে 'অহুর' এবং 'কু'র প্রতীক 'অহ্রিমন্‌'

আখ্যা পেয়েছে। এই 'অহুর' হচ্ছেন বেদের 'অসুর' অর্থাৎ প্রাণদাতা। স্থষ্টির সূচনা থেকে এই 'সু' ও 'কু'র দ্বন্দ্ব চলে আসছে এবং এই দুটিকে যুগ্মশক্তি রূপে বর্ণনা করায় অনেকে জরথুশ্ত্র ধর্মকে দ্বৈতবাদী (Dualistic) মনে করেন; কিন্তু সে ধারণা ভুল, কারণ আবস্তায় এ কথা কয়েকবারই বলেছেন যে 'কু'র শক্তি চিরন্তন নয়; আপাতদৃষ্টিতে 'কু'র জয়যাত্রা দেখা গেলেও পরিণামে তার পরাজয় অনিবার্য। জরথুশ্ত্র নিজেই অভয় ঘোষণা দিচ্ছেন— 'পরিণামে মিথ্যার, অসতের পরাজয় ঘটবেই এবং তার শক্তি লুপ্ত হবে। 'সু'র, সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী; অসতের বিনাশ অনিবার্য' ('যস্‌ন', ৩০—১০)।

এই ধর্ম একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং পরমেশ অহুর মজদার পুত্ররূপে স্পেন্‌তো-মইন্যুকে বর্ণনা করা হয়েছে। স্পেন্‌তো-মইন্যুর আর-এক নাম বোহুমনো। উপনয়নদীক্ষার সময়ে যেসকল প্রার্থনা নির্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে একটি প্রার্থনা হচ্ছে— 'অহুর মজদাই একমাত্র পরমেশ্বর জগৎ পিতা। অহ্রিমন্ অসতের প্রতীক এবং সে জগতের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। সেই অসৎ-শক্তি ও তার অনুচর সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক এই প্রার্থনা করি।'

জরথুশ্ত্রের আগমনের বহু পূর্বেই পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা বিষয়ক কয়েকটি প্রার্থনা চলে আসছিল; তন্মধ্যে 'অশেম্ বোহু' ও 'যথ অহু বইরিও' নামক দুটি স্তুতিতে অমঙ্গলনাশ, রিষ্টিশান্তি ও উপাসকের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হত। 'অশেম্ বোহু' প্রার্থনাটি এইরূপ— 'পবিত্রতাই ভাল, পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ; পবিত্রতাতেই প্রকৃত সুখ। সর্বাঙ্গীণ পবিত্রতার জন্য অর্থাৎ বাক্ কায় মনের শুদ্ধি জন্য যে চেষ্টিত তার ভাগ্যে সুখ অনিবার্য।'

পারসীক ও গ্রীকদের অহিনকুলবৎ চিরশত্রুতা সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদতাস্‌ও (Herodotus) প্রাচীন ইরাণীয়দের এই সত্য-

বাদিতার ও ন্যায়নিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ইরাণীয় তৎপুত্রকে তিনটি বিদ্যা শিক্ষা দিত— অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা ও সত্যবাদিতা।' বেহিস্তানে প্রাপ্ত স্বনামধন্য ইরাণীয় নৃপতি দরিয়ুসের শিলালিপিতে আমরা এই বাণী পাই— 'অহুর মজদার ইচ্ছাতেই নীতিভ্রষ্ট অসৎকর্মলিপ্ত শত্রুদের আমার হাতে পরাজয় ঘটেছে। হে মানব! অহুর মজদার আদেশ মনে রেখো, অসৎচিন্তা বর্জন কর; সত্যপথ কখনও ত্যাগ করবে না এবং পাপে লিপ্ত হবে না।' পবিত্রতার ও সততার উপর এরূপ তীব্র আগ্রহ থাকায় সেদিন পর্যন্ত পার্সী-সম্প্রদায়ের গর্ব ছিল যে তাদের মধ্যে একটিও রূপোপজীবিনী নেই।

ন্যায়পরায়ণতা ॥ সত্যনিষ্ঠার মত ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধেও জন্দ্ আবস্তায় নির্দেশ দৃষ্ট হয়। সাসানীয় সম্রাট্ নশীর্বান্ 'অদিল্' অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই (৫৩১-৫৭৮ খৃষ্টাব্দ) হজরত মহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন। কিংবদন্তী শ্রুত হয়, মহম্মদ ঐরূপ ন্যায়পরায়ণ রাজার রাজত্বকালে আবির্ভূত হওয়ায় নিজে গর্ব অনুভব করতেন। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকপ্রবর হিগেলও (Hegel) তাঁর ইতিহাসের দর্শন গ্রন্থে বিজেতা পারসীক রাজাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতার উল্লেখ করেছেন। জরথুশ্ত্রধর্মে দীক্ষিত ছিলেন বলেই বিজয়ী রাজা কুরুশ্ বা সাইরাস (Cyrus) পরাজিত ইহুদীগণের জেরুজালেমে বিধ্বস্ত পবিত্র ধর্মমন্দির পুনরায় নির্মাণ করে নিজের উদারতা পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ও শ্রদ্ধার জলন্ত পরিচয় দেন। এই মহত্ত্ব জন্য ইরাণদ্বেষী ইহুদীগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করতেন। বাইবেলের ঈশায়া (Isaiah) খণ্ডে সাইরাসের এই উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এইজন্য বাইবেলে তিনি 'প্রভুর প্রিয়ভক্ত' আখ্যা পেয়েছেন।

দয়া ॥ করুণা মৈত্রী দয়ার কথা এই ধর্মেও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কীর্তিত হয়েছে। এই ধর্মের প্রেরণাবলেই আজও ভারতীয় পার্সীগণে

দয়া ও দানশীলতা সুবিদিত ও বহুপ্রশংসিত। এতৎপ্রসঙ্গে লণ্ডন নগরীতে গান্ধীজীর উক্তি অনুধাবনীয়। তিনি বলেছেন, 'সংখ্যায় তারা লঘু কিন্তু দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও সর্বভূতে দয়াধর্মে তারা সম্ভবতঃ অদ্বিতীয়, অন্ততঃ অপরাজেয় তো বটেই।' বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর বাণী আমরা শুনতে পাই জন্দ্‌ আবস্তার প্রতি খণ্ডে। জরথুশ্‌ত্রের নিজের জীবনেও এই জীবে দয়া ও বিশ্বমৈত্রী সুব্যক্ত। এই ধর্মের মৈত্রী প্রেম ও সর্বভূতে দয়ার নীতিতে মুগ্ধ হয়ে পারস্যের বিখ্যাত মরমী সুফী কবি হাফিজ তাঁর অমরকণ্ঠে প্রাণের আবেদন জানিয়েছেন—

'ব বাগ্‌ তাজা কুন্‌ ইঁ দীন্‌-এ জরথস্তি। কামুন কি লালা বর আফ্‌রোখ্‌ত্‌ আতশ্‌-এ-নিমরোজ।'

'ফুলবাগানের ফুলের মত এই জরথুশ্‌ত্র ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখ; এই ধর্মের রীতিনীতি এমন যে দুপুরের রোদেও এ শুকিয়ে যায় না; এ ধর্মের 'লালা' (Tulip) ফুলের আভা ঝড়ঝঞ্ঝাতেও, তীব্র বিরোধিতার মধ্যেও, বৃদ্ধি পায়।'

অন্যধর্মী হয়েও হাফিজ এরূপ মুক্তকণ্ঠে এই ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে গেছেন।

অগ্নি-উপাসনা॥ পার্সীদের অগ্নি-উপাসক বলা হয় এবং জরথুশ্‌ত্র-ধর্মে অগ্নিই একমাত্র উপাস্য দেবতা, ইহা সাধারণের ধারণা। প্রাচীন ইরাণে অগ্নিমন্দিরের প্রাচুর্য থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি, কিন্তু ইরাণের ইতিহাস আলোচনা করলে ও জন্দ্‌ আবস্তা অনুশীলন করলে এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা ধরা পড়ে। প্রাচীন ইরাণীরা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক ইরাণদেশের ইতিহাসে কোনও মূর্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। মারখাম্‌ (Markham) তাঁর পারস্যের ইতিহাস (*History of Persia*) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন— 'It is indeed very remarkable

that of all the nations in the world, Persia is the only one that has never, at any period of her history, worshipped graven image of any kind.' অর্থাৎ—'এটা সত্যই অনুধাবনযোগ্য যে-পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে পারস্যই একমাত্র দেশ যার ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে কখনও কোনো প্রকার খোদিত মূর্তি বা বিগ্রহ পূজার কথা পাওয়া যায় না।' আবস্তায় অগ্নিকে অহুরমজদার পুত্র বলা হয়েছে ও পরমেশ্বরের উপাসনার একটি পবিত্র প্রতীক বা মাধ্যম রূপে অগ্নি কীর্তিত। অগ্নিকে কোথাও পরমেশ বলা হয় নি। এবং অগ্নিকে পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি; অগ্নিতে অর্থাৎ অগ্নির মাধ্যমে সেই নিরঞ্জন পরমপিতার উপাসনা করবার নির্দেশ আছে। ইহাকেই বেদান্তে বা হিন্দুধর্মে প্রতীক-উপাসনা বলা হয়েছে। কেবল অগ্নিতে নয়, সূর্য চন্দ্র অগ্নি ও জল চিন্ময়সত্তার এই সহজগ্রাহ্য সর্বজন-প্রত্যক্ষ প্রতীকে তাঁর উপাসনা করার জন্য জরথুশ্‌ত্র আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অগ্নি-প্রতীকই সর্বজনবিদিত, যেহেতু অগ্নিমন্দির সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; অথচ মাজদীয় ধর্মিগণ প্রত্যহ যখন মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে সূর্য চন্দ্র ও সমুদ্র (জল)রূপ প্রতীক তিনটির মাধ্যমে উপাসনা করেন তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আজও বোম্বাই নগরীতে প্রতিদিন সায়াহ্নে সমুদ্রসৈকতে পার্সীগণ অস্তগামী সূর্যের পূজা করে থাকেন। ক্রুশের চিহ্ন খৃষ্টধর্মপন্থীগণের উপাসনাগারে পূজাপার্বণে সর্বত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ক্রুশ-উপাসক বলা যেমন ভুল তেমনই অগ্নির মন্দির নানাস্থানে দেখা গেলেও পার্সীদের অনুরূপ ভাবে অগ্নি-উপাসক সংজ্ঞা দিলে সত্যের অপলাপ হয় ও ধর্মতত্ত্বের হানি হয়। সনাতনধর্মে বেদে ও যজ্ঞে অগ্নির যে স্থান ইরাণের শাস্ত্রগ্রন্থে এবং যজ্ঞেও অগ্নির সেইরূপ স্থান। ঈশ্বর জ্যোতির্ময়, তজ্জন্য জ্যোতির্ময়সত্তা অগ্নি ও সূর্য তাঁর ভাস্বর প্রতীক রূপে বহুধর্মে স্বীকৃত।

হিন্দুধর্মে প্রতীকে পরমব্রহ্মের আরোপ করে পূজার যেমন নির্দেশ আছে, মাজদীয় ধর্মেও তদ্রূপ অগ্নিরূপ প্রতীকে চিন্ময়সত্তার আরোপ করে উপাসনা করাই প্রকৃত ইঙ্গিত। পার্সী ও হিন্দু উভয় ধর্মেই পুরাকালে যজ্ঞের প্রচলন ছিল। বেদের যজ্ঞই আবস্তায় 'যস্‌ন'। যজ্ঞে অগ্নির প্রাধান্য ও প্রয়োজন সর্বজনবিদিত, তদুপরি অগ্নি সহজলভ্য তজ্জন্যই অন্যান্য প্রতীক অপেক্ষা অগ্নি ও সূর্যই উভয় ধর্মে অধিক প্রিয় ও জনাদৃত। আর্য গোষ্ঠীর দুই শাখায় দুটি ধর্ম বিকশিত হয়েছিল। বেদে অগ্নি ও সূর্যকে ভগবানের মুখ বলা হয়েছে। বাইবেলে ঈশ্বরকে জ্যোতি, তেজ তাঁর প্রথম অভিব্যক্তি বলা হয়েছে।

অধিকন্তু অগ্নি সর্বপাবন, তজ্জন্য অগ্নিকে পাবক বলা হয়। জরথুশ্‌ত্র-ধর্মের মর্মকথাই হল পবিত্রতা, তজ্জন্য পবিত্রতার মূর্তিরূপে অগ্নির মানবচিত্তে আবেদন স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। জরথুশ্‌ত্রের আগমনের বহু পূর্ব হতেই ইরাণদেশে তিনটি প্রসিদ্ধ অগ্নিমন্দির ছিল ও অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। তিনি উহার উচ্ছেদ না ক'রে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে গেলেন— তাঁর বাণীতে ও আচরণে, যে অগ্নিকে পূজা করবে না, অগ্নিতে পরমপিতাকে পূজা করবে। যখন তিনি রাজা বিশ্‌তস্‌পের কাছে যান তখন হাতে জলন্ত অগ্নিশিখা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যখন আততায়ীর আক্রমণে তিনি দেহরক্ষা করেন তখনও তিনি অগ্নিমন্দিরে উপাসনারত ছিলেন। অগ্নি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকেই উপলব্ধি হয় যে তিনি অগ্নিকে পরমেশের ও পবিত্রতার প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ অগ্নি মাধ্যমমাত্র, লক্ষ্য অহুর মজদা বা পরমাত্মা। তাঁর কয়েকটি উক্তি অনুধাবন করলেই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। তিনি বলছেন, 'অগ্নির জলন্ত পবিত্র শিখা থেকে সত্যের স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি' (যস্‌ন, ৩০-১)। 'তোমার এই অগ্নিরূপের সম্মুখে উপাসকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি যখন, তখন সত্যপরায়ণতার কথা

আমার মনে বিশেষভাব জাগে' (যস্ন, ৪৩-৯) ; 'তোমার কৃপাবাণীর বিনিময়ে তোমার উদ্দেশে রাজা অগ্নি বিশালরূপে প্রজ্বলিত করবেন' (যস্ন, ৪৩-১০)। বহ্নি প্রভুর একটি শ্রেষ্ঠ দান, তজ্জন্য তাকে অতি পবিত্র ভাবে রক্ষা করা উচিত— তিনি বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। পার্সীরা যে অগ্নি-উপাসক নয়, বস্তুতঃ তারা প্রতীকের মাধ্যমে পরমেশ্বরেরই উপাসক— এ সত্য মুসলমান হয়েও কবি ফির্দৌসী হৃদয়ঙ্গম ক'রে একটি কবিতায় প্রাচীন ইরাণীদের কথা বলে গিয়েছেন—

'ম অগো আতশ্ পরস্তান্ বুদন্দ্।
পরেস্তান্ দে গন্-ই-য়ক্ যজদন্ বুদন্দ্॥'

—শাহ্নামা

অর্থাৎ 'তারা অগ্নির উপাসক ছিল এ কথা বোলোনা। তারা এক পরমেশ্বরেরই উপাসক ছিল।'

আতশ্-ই-বেহরম্, আতশ্-ই-অদ্রিয়ান্ ও আতশ্-ই-দরগাহ্ নামে অভিহিত তিন প্রকারের অগ্নিমন্দির দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্তটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বর্তমানে ভারতে বোম্বাইরাজ্যে এরূপ আটটি মন্দির আছে ; দ্বিতীয়োক্তটি গুরুত্বে মধ্যম স্থান বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ; এবং পবিত্রতা শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের দিক থেকে তৃতীয়টির স্থান সর্বনিম্ন। যেখানে পার্সীগণ সংখ্যায় অত্যন্ত লঘু তদ্রূপ অঞ্চলেই তৃতীয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। আতশ্-ই-দরগাহ্ সাধারণ ব্যক্তি ও পুরোহিত সকলেই ছুঁতে পারে। আতশ্-ই-অদ্রিয়ান্ কেবল পুরোহিতরাই ছুঁতে পারেন, অন্যের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। আতশ্-ই-বেহরম্ নামক অগ্নিকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখা হয়। পার্সীগণের ধ্রুববিশ্বাস এই, অগ্নি যদি কখনও নির্বাপিত হয় পার্সী জাতির ভীষণ অমঙ্গল অনিবার্য। এইজন্য বিশেষ নিষ্ঠার সহিত তারা এই অগ্নি চিরন্তন জ্বালিয়ে রাখে। শুদ্ধ পুরোহিতগণ অতন্দ্র ভাবে দিবারাত্র এই অগ্নির নিকট থাকেন ও শুকনো কাঠ

এবং বিবিধ গন্ধদ্রব্যের আহুতি দিয়ে অগ্নি জ্বালিয়ে রাখেন। একটি প্রস্তরবেদীর উপর রৌপ্য বা ব্রঞ্জ-নির্মিত আধারে এই অগ্নি রক্ষিত হয়। অগ্নির সেবারত পুরোহিতগণ 'পদান্' নামক একটি বস্ত্রখণ্ডে মুখ আবৃত ক'রে রাখেন যাতে মুখের থুতু বা দুর্গন্ধ অগ্নিতে না যায়। এই একই উদ্দেশ্যে পার্সীদের যেসকল ধর্মানুষ্ঠানে অগ্নির সম্পর্ক আছে সেসকল অনুষ্ঠানে কর্মব্যাপৃত পুরোহিতগণ মুখে পদান্ ব্যবহার করেন।

হিন্দুগণ সাধারণতঃ পার্সীগণকে অগ্নি-উপাসক বলে থাকেন, কারণ অনির্বাণ অগ্নি তাঁরা জ্বালিয়ে রাখেন ও পূজা করেন। বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগেও আর্যগণও যে এইরূপ অনির্বাণ অগ্নি চিরতরে জ্বালিয়ে রাখতেন সে কথা অনেক হিন্দুরই আজ অবিদিত। গুরুগৃহ থেকে বালক অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে স্নাতক হয়ে যেদিন স্বগৃহে ফিরে আসত সেদিন সমাবর্তনস্নান অনন্তর গুরুর হোমকুণ্ড থেকে একটি জ্বলন্ত সমিধ বা কাঠ হাতে ক'রে নিয়ে আসত এবং সেই অগ্নিকে তার জীবনের শেষদিন অবধি অনির্বাণ রূপে রক্ষা করতে হত। 'গার্হপত্য অগ্নি' সংজ্ঞা দেওয়া হত সেই অগ্নিকে এবং তাকে রক্ষা করবার জন্য একটি কক্ষ প্রতি দ্বিজাতির, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের, গৃহে থাকত। সেই কক্ষটিকে 'অগ্নিশরণ' বলা হত। সেই গৃহস্থের যাগ যজ্ঞ ও সংস্কারকর্মাদি সম্পাদন-কালে ঐ গার্হপত্য অগ্নি থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিতে হত; এই কর্মকে অগ্নিচয়ন বলা হত। গৃহস্থের দেহান্ত হলে ঐ গার্হপত্য অগ্নি থেকে অগ্নিচয়ন ক'রে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার শবসৎকার-বিধি ছিল।

সংস্কারকর্ম॥ মাজদীয় ধর্মের সংস্কাররাজির মধ্যে উপনয়ন-বিবাহ ও মৃতদেহসৎকার— এই তিনটিই প্রধান। ভারতীয় আর্যগণের উপনয়ন-সংস্কারের সমতুল্য তাদের নওজোত্‌সংস্কার (Navjote).

নওজোত্‌ সংস্কার॥ উপনয়ন-সংস্কার কালে যেমন বালকের দ্বিতীয়

জন্ম হয় তদ্রূপ জরথুশ্ত্রীয় বালকেরও এই সংস্কারকালে নবজোত (নবজাত) অর্থাৎ নবজন্ম হয়। তজ্জন্যই ইহাকে 'নওজোত্' সংস্কার বলে। সাত থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যেই প্রতি বালকের 'সদ্রা' ও 'কশ্তী' নামক পবিত্রসূত্রে নওজোত্-সংস্কার হত। 'সদ্রা' হচ্ছে বিশেষ ভঙ্গিতে প্রস্তুত শ্বেতবর্ণের জামা; শ্বেতবর্ণ বাহ্য ও আন্তর পবিত্রতার নিদর্শন। মেষলোম থেকে প্রস্তুত বাহাত্তরটি পশমে বোনা মেখলাকে কশ্তী বলা হয়। স্মৃতিগ্রন্থে দ্বিজাতির যে মৌঞ্জীবন্ধনের কথা আছে, কশ্তীও তদ্রূপ। কটিদেশে তিন পাক দিয়ে ইহা ধারণ করার বিধি; চারিটি গ্রন্থি থাকে, দুটি সামনে ও দুটি পশ্চাতে। দিবারাত্র ইহা ধারণ করতে হয়। কশ্তীর তিনটি পাক এই ধর্মের পবিত্রতার তিনটি মূলমন্ত্র—সৎবাক্য সৎচিন্তা ও সৎকর্মের স্মারক। চারিটি গ্রন্থি দীক্ষিত বালককে চারিটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয় – আমি একমাত্র ঈশ্বর মজদার উপাসক, আমি জরথুশ্ত্রের শিষ্য, অসতের শত্রু এবং অহুর মজদার মার্গাবলম্বী। কশ্তীর বাহাত্তরটি পশম আবস্তাগ্রন্থের 'যস্ন' খণ্ডের বাহাত্তরটি অধ্যায়ের প্রতীক। মেষলোমই নির্দিষ্ট, কারণ, মেষ অহিংসা কমনীয়তা ও পবিত্রতার প্রতীক। সনাতন হিন্দুধর্মে দ্বিজাতি বালকদেরই কেবল উপনয়নের বিধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু মাজদীয় ধর্মে বালিকাদেরও নওজোত -সংস্কার বাধ্যতামূলক। -যদিও হারীতবচনে আমরা পাই যে, অতি প্রাচীনকালে দ্বিজাতিকন্যাগণেরও মৌঞ্জীবন্ধন ও উপনয়ন হত কিন্তু শাস্ত্রে সাহিত্যে বা ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বালকের উপনয়ন-বিধিই সর্বত্র দৃষ্ট হয় ও তাহাই চলে আসছে।

বিবাহ॥ বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উভয়ই এই ধর্মে নিষিদ্ধ। বিবাহ একটি অতি পবিত্র ও অচ্ছেদ্য বন্ধন। শারীরিক অক্ষমতা বা তীব্র বৈরাগ্য ইত্যাদি বিশেষ কারণ না থাকলে প্রত্যেকেরই বিবাহ

করা উচিত। যৌবনে বিবাহ নির্দিষ্ট, কিন্তু ভারতীয় পার্সীসম্প্রদায়ে হিন্দুদের অনুকরণে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল, এখন তা লুপ্ত হয়েছে। সন্তানকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং নিঃসন্তান-দশাকে কুকর্ম জন্য ঈশ্বরের অভিশাপ বলা হয়েছে। বিবাহিত দম্পতি স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যাতে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলে তজ্জন্য বিবাহমন্ত্রে বার বার সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রধানপুরোহিত বা দস্তুর কর্তৃক মন্ত্রগুলি জন্দ্ ভাষায় পাঠ করা হয়। সুরাট-সন্নিহিত সন্‌জানের যাদোরাজা ভারতাগত পার্সীদের আশ্রয়দান করেন; তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁদের বিবাহে জন্দ্‌মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। পূর্বে বিবাহ-অনুষ্ঠান একবার সন্ধ্যায় ও একবার মধ্যরাত্রে অনুষ্ঠিত হত; এখন একবার মাত্র গোধূলিলগ্নে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দম্পতির শিরে মাঙ্গলিক চিহ্ন স্বরূপ চাল বর্ষণ করা হয়।

বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল এবং বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা জন্য এইরূপ শাস্ত্রের অনুশাসন ও সমাজব্যবস্থা ছিল ব'লেই জরথুশ্ত্রীয় সমাজে কখনও বারবনিতার অস্তিত্ব ছিল না। ভিক্ষা করা পাপ ব'লে ভিক্ষুকও ছিল না। তাদের গর্ব ছিল তাদের সমাজে গণিকা বা ভিক্ষুক নাই, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আজ সেই গর্ব খর্ব হয়েছে ও ঐ পবিত্র ধর্মে ব্যভিচার প্রবেশ করেছে।

মৃতদেহসৎকার॥ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শবসৎকার-প্রথা এই ধর্মে একটি বিশিষ্টরূপ নিয়েছে এবং সে প্রথা পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্মে দৃষ্ট হয় না। জরথুশ্ত্রধর্মিগণ মৃতদেহ দাহ করেন না বা কবর দেন না; মৌনস্তম্ভ (Tower of Silence) নামক বিশেষ ভঙ্গিতে রচিত নির্জন টিলার উপর তাঁরা মৃতদেহ রক্ষা করেন; মাংসাশীপক্ষিগণ সঙ্গে সঙ্গে ঐ শবমাংস উদরসাৎ করে। এই বিশিষ্ট সৎকার প্রথার কারণ দুটি,

একটি ধর্মসংক্রান্ত, অপরটি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত। এই ধর্মে অগ্নি পৃথিবী বায়ু ও জল এই ভগবৎসৃষ্ট চারিটি মহাভূতকে অপবিত্র করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। অগ্নিতে শবদাহ করলে অগ্নি অপবিত্র হবে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কবর দিলে পৃথিবী অপবিত্র হবে এবং সলিলসমাধি দিলে গলিতশব-সংস্পর্শে পৃথিবীস্থ জলও দূষিত হবে; গোরস্থানের ভূমি কৃষিকার্যের অনুপযোগী। ধর্মের দিক্ ছাড়াও ঐ দূষিত মাটি বা জল স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। অধিকন্তু আবস্তাগ্রন্থে সূর্যের আলোতে মৃতদেহ নগ্ন অবস্থায় রাখার নির্দেশ আছে; বেন্‌দিদাদ্ ৫-১৩ প্রবচনে মাজ্দার নির্দেশ, 'মৃতদেহ সূর্যের নিকট অর্পণ করবে।' সহরের স্বাস্থ্যহানি যাতে না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ রেখে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে এই শবাধার মৌন স্তম্ভগুলি রচনা করা হয়। যাতে শবের অস্থিচূর্ণ প্রভৃতির সংস্পর্শে ভূগর্ভ বা জল দূষিত না হয় তজ্জন্য বালুকা কয়লা প্রভৃতির অনেকগুলি স্তর থাকে। সর্বসাধারণের অবগতি ও পরিচিতিজন্য বোম্বাই নগরীর প্রদর্শনীশালায় (museum) এই মৌনপর্বত বা মৌন-স্তম্ভের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে। ডাঃ তারাপোরবালা নিজেই আমাকে প্রদর্শনীশালায় এই প্রতিকৃতিটির রচনাবৈচিত্র্য ও প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

'নসেহ্‌-সালার' নামক বংশানুক্রমে শবপরিচারক বিশিষ্ট জাতিব্যতীত অন্য কেহ এই স্তম্ভের উপর যেতে পারেনা; প্রথম প্রবেশদ্বার পর্যন্ত সকলেই যেতে পারে। বোম্বাই নগরীর মৌনস্তম্ভ বিখ্যাত এবং সমুদ্র-পর্বতসঙ্গমে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় মহীয়ান। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও এক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব কালে বোম্বাই সরকার সর্ববিধ তদন্ত ও পরীক্ষা করে স্থিরনিশ্চয় হন এবং পরীক্ষক ভিষক্‌মণ্ডলীও রায় দেন যে ঐরূপভাবে রচিত মৌনস্তম্ভ বা শবাধার জনস্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি করতে পারেনা। এই সকল স্থানে

সহস্র সহস্র শকুনি বাস করে এবং আধঘণ্টার মধ্যেই তারা মৃতদেহকে অস্থি-অবশেষ করে। শবগিরিতে শবরক্ষাকালে সমস্ত আচ্ছাদন সরিয়ে উলঙ্গ ভাবে রাখা হয় কারণ পৃথিবীতে আমরা বস্ত্রহীনরূপে জন্মগ্রহণ করি; সুতরাং বিদায়কালেও বস্ত্রত্যাগ করেই যাওয়া বিধেয়। শ্মশানবন্ধুগণেরও শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে হয় কারণ শুভ্রবর্ণ পবিত্রতার পরিচায়ক।

ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, রাজা প্রজা, শিশুবৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলের জন্য শবসৎকারের একই বিধি ও একই স্থানে বিহিত, কোনও তারতম্য নেই। ধনীর বা রাজার কোনও স্মৃতিস্তম্ভ রাখারও বিধি নেই কারণ মৃত্যুর চোখে সকলেই সমান এবং ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, উচ্চ নীচ সকলেরই দেহের অবশেষ একই স্থানে মিলিত হয়ে ধূলায় একাকার হবে। সর্বজনধাত্রী মা বসুমতীর বুকে সকল সন্তানের সমান স্থান।

এই শবসৎকার প্রথা কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্তিত হয় তা বলা কঠিন। মাজদীয় পণ্ডিতগণ বলেন স্বয়ং জরথুশ্‌ত্রের জীবদ্দশায় এই প্রথা ছিল কিনা সন্দেহ। 'অস্তো-দন্' (অস্থি-দান) নামক অস্থি রাখার পাত্র আবিষ্কারের পর ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ইরাণে ঐ প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল। ইরাণ পর্বতময় দেশ এবং পর্বতশিখরে মুক্ত আকাশের নীচে সূর্যালোকে মৃতদেহ রেখে দেওয়া হত। দেহ শেষ হলে অস্থিগুলি পাত্রে রাখা হত। একিমিনীয়যুগে রাজবংশীয় ও সামন্তবংশীয়দের মৃতদেহ পর্বতগুহায় রক্ষা করা হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাবধি রাজা সাইরাসের স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদতাস (Herodotus) বলেন ইরাণীয়রা মৃতদেহ কবর দিত। এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে মেজাই (Magi) ধর্মের প্রভাবে একিমিনীয়যুগের পরবর্তীকালে এই প্রথা প্রবর্তিত হয়।

জাতিভেদ ॥ আর্যগোষ্ঠীর অন্যান্য শাখার ন্যায় ইরাণীয় শাখাতেও জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্মের চতুর্বর্ণের ন্যায় ইরাণীয় সমাজে তিনটি বর্ণ বা জাতি ছিল। ইরাণীয় অথ্রবন্ (পুরোহিত) ও রথিষ্টার (যোদ্ধা) যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য। এতদ্‌ব্যতীত কৃষিজীবী ও শিল্পী ইত্যাদির সমবায়কে তৃতীয় বর্ণ বলা হত। পরবর্তীকালে যখন শিল্পী থেকে কৃষকদের পৃথক্ করা হল তখন তাদের দুটি বর্ণ ধরে সর্বসমেত চতুর্বর্ণের উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। তখন কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে বাস্‌ত্র্যোস্ (Vastryosh) বলা হত। শিল্পজীবিদের 'হুতোক্ষ' বলা হত। সংস্কৃতে 'সুতক্ষ' শব্দের মুখ্য অর্থ নিপুণ ছুতার মিস্ত্রী। গৌণ অর্থে শিল্পজীবিমাত্রই সাধারণভাবে বোধ্য।

অবশ্য হিন্দু সমাজের মত জাতিভেদের উগ্ররূপ কোনও সময়ে ইরাণে ছিলনা। বর্তমানে তিনটি বর্ণ নাই বললেই চলে ; মাত্র পুরোহিত ও সাধারণ কেবল এই দুটি ভেদ দৃষ্ট হয়। পুরোহিত বা দস্তুরের পুত্র ব্যতীত অন্যে পুরোহিত হতে পারে না ; ইহা বংশগত পেশা এবং এ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। কৃষক বা শিল্পীজীবিদের কখনও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়নি বরঞ্চ ঋগ্‌বেদে যেমন কৃষিকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শ্রুত হয়, আবস্তা গ্রন্থেও তদ্রূপ কৃষিকর্মের বহু প্রশস্তি আমরা দেখতে পাই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন্ (Gibbon) কৃষি সম্বন্ধে আবস্তার একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন, 'যে দশ হাজারবার স্তব (প্রার্থনা) আবৃত্তি করে তার চেয়ে যে যত্ন ও শ্রমের সহিত জমি প্রস্তুত করে বীজ বপন করে সে অধিক পুণ্য অর্জন করে।'

দেবদেবী ॥—কয়েকজন দেবদেবীর নাম আমরা আবস্তায় দেখতে পাই ; তাঁদের স্থান ঠিক বেদের দেবতার মত নয়। তার চেয়ে নিম্নে। আবস্তার দেবদেবীগণ বাইবেল ও কোরাণের দেবদূতের সমতুল্য। আবস্তায় এই দেবতাগণকে 'যজত' অর্থাৎ 'শ্রদ্ধেয়' সংজ্ঞা দেওয়া

হয়েছে। অহুরমজদাই একমাত্র পরমেশ্বর ও তিনিই উপাস্য। অন্যান্য দেবতাগণ তাঁর অনুচর মাত্র। বেদের 'অসুর বরুণ' অর্থাৎ অদাতা প্রাণদাতা বরুণ, জগৎনিয়ন্তা বরুণের বর্ণনার সঙ্গে অহুরমজদার বর্ণনার সাদৃশ্য আছে; পুরাণে বরুণ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্তু বেদে বরুণ নৈতিক শাসনকর্তা সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর রূপে কীর্তিত। 'অহুর মজদা' শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ অধিকাংশ পণ্ডিত 'অসুর মেধাবী' করে থাকেন; শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে জানিয়েছেন, ঠিক সংস্কৃত প্রতিরূপ হওয়া উচিত 'অসুর মহৎধ্যায়ী।'

দেবতাদের মধ্যে আবস্তায় আতশ্ বা অগ্নি এবং সূর্যের একটি রূপ মিথ-ই প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছেন। অগ্নি উপাসনার কথা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বেদের 'মিত্র'ই আবস্তার 'মিথ্র'। সূর্যের একনাম মিত্র। কেবল নামেরই সাদৃশ্য নয়, উভয় ধর্মগ্রন্থে এই দেবতার কার্য ও রূপের বর্ণনাও প্রায় এক। অগ্নি ও সূর্য পবিত্রতার মূর্তি তজ্জন্য এই দুইজনের বহু প্রশংসা স্তুতি আবস্তায় শ্রুত হয়। আলোক ন্যায়পরায়ণতা ও সমতার অধিষ্ঠাতা মিথ্র। তিনি মানুষের কর্মের বিচার করেন। গুপ্তচর যেমন সমস্ত সন্ধান পায় মিথ্রও সেইরূপ মানুষের সমস্ত গোপন কর্ম দেখতে পান। এইজন্য বেদে মিত্রকে 'স্পশঃ' ও আবস্তায় মিথ্রকে 'স্পশো' বলা হয়েছে। উভয় শব্দের একই অর্থ, 'গুপ্তচর'। বেদে মিত্রের বাসগৃহকে 'সহস্রস্থূণম্' অর্থাৎ হাজার স্তম্ভের উপর নির্মিত বলা হয়েছে। আবস্তাতেও তাঁর প্রাসাদকে 'হজস্র স্তূণ' বলা হয়েছে। একই অর্থ। হজস্র অর্থাৎ হাজার, স্তূণ অর্থাৎ স্থূণ, স্তম্ভ। মিথ্র অন্ধকারের ও অজ্ঞানের শত্রু।

বেদে ইন্দ্রকে বৃত্রঘ্ন বলা হয়েছে কারণ তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করেছেন। এই বৃত্রঘ্নই আবস্তার বেরেথ্রঘ্ন।

মিথ্রের ন্যায় আর একজন যজত বা দেবতার উল্লেখ আমরা পাই ; তাঁর নাম ‘রশ্‌নু’ ; তিনি বিচারক এবং মানবাত্মার বিচার করেন। নিয়তির কার্য তিনি করেন।

‘মাওঙ্‌ঘ’ বা ‘মাসা’ হলেন চন্দ্রদেব। তিনি গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি সকল জন্তুর বংশবৃদ্ধি করেন। বেদের ‘উষস্‌’ বা উষাদেবী হলেন আবস্তার ‘উষস্‌’।

জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ‘অনাহিতা’। তাঁকে মিথ্রের পত্নীরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন ইরাণীয় রাজারা বিশেষ ভাবে তাঁর পূজা করতেন যাতে দেশে অনাবৃষ্টি না হয় ও শস্যশ্যামলা হয়।

বায়ুদেবতা আবস্তায় ‘রামন্‌’ এর রূপ ধারণ করেছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হ’লে দুষ্টের বিনাশ করেন এবং সর্বদা শিষ্টের পালন করেন।

ধরিত্রী দেবী হচ্ছেন ‘জাম’ ; তিনি বিশ্বধাত্রী, জননীর ন্যায় স্নেহময়ী এবং সন্তানদের অন্নদানে পালন পোষণ করেন।

এই সকল দেবতা ছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক তিনটি গুণের অধিষ্ঠাতা রূপে তিনজন দেবতার সংজ্ঞা আমরা পাই। তিনটি গুণ হল—বিনয় বা আজ্ঞানুবর্তিতা বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা।

আজ্ঞানুবর্তিতা ও বিনয় গুণের অধিষ্ঠাতা হলেন ‘স্রওশ’। ভক্তিমার্গে আজ্ঞানুবর্তিতা ও দীনতা নম্রতার প্রেরণা তিনি দান করেন। অহুরমজদার আদেশ পালন করলে সাধকের সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

‘দইনা’ হলেন বিশ্বাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গাথায় তাঁর নাম পাওয়া যায় না ; আবস্তার শেষের দিকে তাঁর নাম পাই এবং তাঁর সহচরীরূপে ‘চিশ্‌তী দেবীর উল্লেখ দেখতে পাই। ‘চিশ্‌তী’ হলেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ‘দইনা’র প্রেরণায় ভক্তহৃদয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এবং ‘চিশতীর’ কৃপায় তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। জরথুশ্‌ত্রের

এক কন্যার নাম হ'ল 'পৌরু চিশ্‌তী' অর্থাৎ পূর্ণপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা।

মানুষের শুভেচ্ছা বা শুভাশীর্বাদ প্রাপ্তিকামনার রূপ নিয়েছেন 'অশিবংগুহী' নাম্নী দেবী। 'অশি' অর্থাৎ 'আশিস্' আশীর্বাদ। পরবর্তী যুগে এই 'অশি' দেবীর মূল অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং পুরাণের 'লক্ষ্মী' দেবীর পর্যায়ে তিনি পরিগণিত হন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে 'নইরিয়োসঙ্' (Nairyosang)-কৃত আবস্তার সংস্কৃত অনুবাদে 'অশি' দেবীকে 'লক্ষ্মী' শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে।

উপরিলিখিত দেবদেবী ব্যতীত অহুর মজদার ছয়টি বিভূতি বা ঐশ্বর্যরূপে ছয়জন দেবতার বর্ণনা আবস্তায় আমরা দেখতে পাই। তাঁদের 'অমেশ্-স্পেনতস্' বা অমর পূতাত্মা বলা হয়। তাদের নাম 'অশ বহিষ্ট' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অশ, বোহুমনো, ক্ষথ্র বইরিয়, স্পেন্ত-অরমইতী, হউরবতাত্ ও অমেরেততাত্।

'অশ বহিষ্ট' ; বহিষ্ট = বংহিষ্ঠ (সংস্কৃত) = শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের পরেই অশ বহিষ্টের স্থান। গাথাতে যেভাবে তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে তাঁকে ঈশ্বরের বা অহুর মজদার শক্তি বলা চলে। তিনি ঈশদূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের প্রিয়তম। তাঁর দ্বারাই প্রভু সকল কার্য সমাধা করেন এবং সত্য ও পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করান। ঋগ্‌বেদে 'ঋতম্' এর যে স্থান আবস্তায় 'অশ'র স্থান তদ্রূপ। এইরূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক পৃথিবীর বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একত্ব অনুস্যূত আছে, যে শক্তি নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করছে, যার প্রভাবে ছয়ঋতু, বারমাস, চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্বনিয়ন্তার এই শৃঙ্খলা বা নিয়মই হল 'অশ'। ইহাই ছিল 'অশ' শব্দের মুখ্য অর্থ। পরবর্তীকালে পবিত্রতা, ন্যায়ানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গৌণ অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। আবস্তার যস্‌ন খণ্ডের অন্তিম প্রবচন (Colophon)

হচ্ছে, 'একটি মাত্র পথই আছে ; সে পথ হল 'অশ'র পথ। তৎব্যতীত অন্য সব পথ বিপথ।'

'অশ'র পরেই বোহুমনোর স্থান। পূর্বেই বলা হয়েছে 'সু' বা 'সৎ'-এর প্রতীক হলেন বোহুমনো। বোহুমনো অর্থাৎ সুমনো, সৎ মন। গাথাতে পরম ধামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মজদার অতি প্রিয় বলে তাঁর একপাশে 'অশ' ও একপাশে বোহুমনো বিরাজ করেন। প্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর ও পার্ষদ্‌ তাঁরা দুজন। বোহুমনো অর্থাৎ সুমতি মানুষকে অশর সত্যের সন্ধান দান করে। এই সুমতি বলতে সর্বপ্রকার সৎচিন্তা বুঝায় ; বিশ্বপ্রেম, মৈত্রী, জীবে দয়া তার অন্তর্গত।

তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে 'ক্ষথ্র বইরিয়' (= সংস্কৃত ক্ষাত্রবীর্য)। অসীম মানসিক শক্তি বা ইচ্ছাশক্তির প্রতীক এই ঈশদূত। ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা ও সার্বভৌম প্রভুত্বের সূচক 'ক্ষথ্র বইরিয়'। ঐশী শক্তির নিদর্শন এই দূত।

অবশিষ্ট তিনজন হলেন দেবী। 'স্পেন্‌ত অরমইতী'র যথাক্রমে চতুর্থ স্থান। এই দেবী ভগবদ্‌ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী। ভক্তি সাধনমার্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ভক্তি অন্তরকে শুদ্ধ করে ; চিত্তে সৎভাবের সঞ্চার করে। মৌনপর্বতে মৃতদেহ রক্ষা করার পর মাজদীয়ধর্মিগণ অরমইতীর স্তুতি করেন।

অবশিষ্ট দুইজন ঐশী বিভূতি হলেন দেবী হউরবতাত্‌ ও দেবী অমেরেততাত্‌। এই দুই দেবী বেদের অশ্বিনী দেবতা বা রোমীয় কেস্‌টর ও পোলাক্‌স্‌ (Castor and Pollux) দেবতাদ্বন্দ্বের ন্যায় যমজরূপে কল্পিত। প্রথম জন পূর্ণতার বা অখণ্ডত্বের প্রতীক এবং দ্বিতীয়জন অমেরেততাত্‌ (= অমৃততা) অমৃতত্বের প্রতীক্‌। প্রথম জন বিভুর নিষ্কলঙ্কত্বর ও দ্বিতীয় তাঁর অমৃতত্বের পরিচয় প্রদান করে। পরবর্তীযুগে এই দুইজনকে জল ও উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

আত্মা ॥ আবস্তায় 'উর্বন্' এবং 'ফ্রবাশী' দুটি শব্দ পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ লেখক দুটি শব্দের অর্থ 'আত্মা' করেছেন। কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। আত্মা অর্থে 'উর্বন্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'ফ্রবাশী' শব্দটি সাধুপুরুষদের সত্তা বা সূক্ষ্ম শরীর অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ক্রমশঃ 'ফ্রবাশী' শব্দটির আত্মার শক্তি বা ক্ষমতারূপ অর্থ দাঁড়ায়। পরের যুগে উর্বন্ ও ফ্রবাশী, আত্মা ও তার শক্তি, অর্থাৎ পরমাত্মা ও পরমাত্মায় নিহিত শক্তি এই পুরুষ-প্রকৃতির যুগলরূপ ধারণ করে, বেদান্তের ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাশ্রিতা মায়াশক্তির মত, তন্ত্রের শিবশক্তির মত। কেবল মানুষ নহে, জন্তু, এমনকি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রভৃতিরও প্রত্যেকের 'ফ্রবাশী' বা শক্তির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'উর্বন্' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং 'ফ্রবাশী' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ তজ্জন্য এই যুগল বা যুগ্ম-রূপের ও ধারণার সহজেই উৎপত্তি হয়েছে। সাধুসন্তদের ফ্রবাশীকে জগতের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি বলা হয়েছে।

প্রেতলোকতত্ত্ব ॥ আবস্তার 'গাথা' খণ্ড অধ্যয়ন করলে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হয় যে জরথুশ্‌ত্র আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করতেন। আত্মার স্বরূপের কোনও আলোচনা অবশ্য আমরা পাই না। মৃত্যুতেই জীবের সব শেষ হয় না ; তার পরেও তার উর্বন্ বা আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং জীবনকালে কৃত সু বা কু কর্ম অনুযায়ী মৃত্যুর পর জীবের বিচার হয় ও বিচার অনুযায়ী স্বর্গপ্রাপ্তি বা নরকগমন ঘটে। মৌনস্তম্ভে মৃতদেহ নিয়ে যাবার পর যে গৃহে মৃতের প্রাণত্যাগ হয়েছে সেই গৃহের সেইস্থানে চারিদিন ধরে তার অশরীরী অদৃশ্য আত্মা পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মত আবর্তন করতে থাকে। সেই চারদিন বিবিধ পারলৌকিক কর্ম ঐ গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সাধুসজ্জনের দেহান্ত ঘটলে তার আত্মা এই আশার বাণী অশ্রুতভাবে ঘোষণা করে, 'সর্বশক্তিমান অহুরমজদা যাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক তার মুক্তি হবে।' দুর্জনের বেলায় তার অশরীরী উর্বন্ বা

আত্মার বাণী, 'হে অহুর মজদা, বল' কোন্ দেশে আমি পালিয়ে যাব, কোথায় আশ্রয় পাব ?'

দেহান্তের তিন দিন পর চতুর্থ দিবস প্রাতে আত্মা 'চিন্বৎ' নামক সেতুর নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত হন। এই চিন্বৎ সেতু সৎ ও অসৎ, স্বর্গ ও নরক, দুইরাজ্যের সীমারেখা নির্দেশ করে। সজ্জনের আত্মা উপস্থিত হলে তার সামনে একটি পূর্ণযৌবন সুন্দররূপ আবির্ভূত হয়; তাহা সত্যসুন্দরের প্রতীক এবং দুর্জনের আত্মা হাজির হলে ডাইনীর মত অতি বিকটদর্শন কুরূপা এক বৃদ্ধার আবির্ভাব হয়; তাহা অসৎ ও অমঙ্গলসূচক। বিচারে সাধুর সদ্‌গতি ও পাপীর নরক গমন ঘটে। সৎকর্ম, সৎবাক্য, সৎচিন্তা হল সদ্‌গতির মাপকাঠি। সজ্জনের জন্য চিন্বৎসেতু অতি সুগম কিন্তু পাপীর আত্মা উহা পার হতে গেলেই সেতুটি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে হতে তরবারির ফলার আকার ধারণ করে এবং দুর্জনের আত্মা তথা হতে নরকে পতিত হয়। এইরূপে পৃথিবীতে জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সাধু ও অসাধুকর্ম যথাক্রমে সদ্‌গতি বা নরকপ্রাপক। বিবেকের অধিষ্ঠাত্রী 'দইনা' দেবী 'চিন্বৎ' সেতুমুখে বিচারের রায় ঘোষণা করেন।

জন্দ্ আবস্তায় উল্লিখিত দেবদেবীর আলোচনাকালে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, অহুর মজদার বিভূতি বলেই প্রত্যেক যজত, প্রত্যেক 'অমেশ-স্পেন্ত' অমর পূতাত্মা অর্থাৎ এক কথায় প্রতি দেবদেবী শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু পরমেশ মজদাই একমাত্র উপাস্য। গাথা (২৯-৪) খণ্ডে এই চোদনা সুস্পষ্ট। বলছেন, 'মজদাও সখারে মইরিস্তো' অর্থাৎ মজদাই একমাত্র উপাস্য। ঋগ্‌বেদে (১-১৬৪-৪৬) আছে, 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ' অর্থাৎ 'সেই এক সৎকে ব্রহ্মকে বিপ্রগণ বহুপ্রকারে অভিহিত করেন; ইন্দ্র, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বলেন।' তদ্রূপ সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমপিতা

অহুরমজদারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের নাম হয়েছে যজত ও দেবদেবীর নাম।—

'তেম্ নে যস্নাঈম্ আর্মতোঙ্ঈস্ মিমঘ্ঝো,
যে আন্মেনী মজদাও শ্রাবি অহুরো।'— গাথা, ৪৫-১০

'তাঁকেই একমাত্র আমরা জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা পূজা করি যাঁর নাম অহুর মজদা।'

যজ্ঞ ও পুরোহিত॥ ভারতীয় আর্যদের বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় ইরাণীয়দেরও যজ্ঞের প্রথা প্রচলিত ছিল। যজ্ঞের সামগ্রীর মধ্যে প্রধান অগ্নি; এবং অগ্নি-উপাসনা শীর্ষক অংশে আমরা অগ্নি সম্বন্ধে মাজদীয় ধর্মের বিশ্বাস মতবাদ ও অনুষ্ঠানপ্রণালী আলোচনা করেছি। যজ্ঞের সঙ্গে পুরোহিতের অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ, তজ্জন্য জরথুশ্ত্র ধর্মের উৎপত্তিকাল থেকে পুরোহিতের বংশ চলে আসছে। যজ্ঞ শব্দটি জন্দ্ ভাষায় 'যশ্ন' রূপ নিয়েছে এবং পুরোহিত শব্দটি 'পরধাত' রূপ ধারণ করেছে। সংস্কৃত 'পুরোহিত' ও জন্দ্ 'পরধাত' শব্দ সমানার্থক; উভয় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সম্মুখে অবস্থিত'। তৎকালীন প্রথানুযায়ী পুরোহিত রাজার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন এবং রাজার পূর্বে গমন করতেন। ঋগ্বেদে বৃহস্পতিসূক্তে বলছেন, 'তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমতে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি' অর্থাৎ যে রাজার অগ্রে অগ্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গমন করেন প্রজারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেই নৃপতিকে প্রণতি জানায়। এই অগ্রগামিত্ব বা পুরোবর্তিত্ব কেবল শারীরিক সম্বন্ধে নয়— মন্ত্রণাদানে রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারেও পুরোহিত রাজাকে চালনা করতেন।

বৈদিক যাগের চারিটি মুখ্য প্রকার হল— হোম ইষ্টি সোম ও পশুযাগ। তন্মধ্যে সোমযাগের সহিত জরথুশ্ত্রধর্মের 'হওম' যাগের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সোম শব্দটি আবস্তায় 'হওম' রূপে পরিণত

হয়েছে। অদ্যাপি ভারতীয় পার্সী পুরোহিত দস্তুরগণ সোম (হওম) রস পান করেন। অবশ্য বেদে সোমলতার যে বর্ণনা আছে তাহা এই 'হওম' গুল্মের সঙ্গে মেলে না, যেমন দক্ষিণভারতে সোমের অনুকল্পরূপে অধুনাব্যবহৃত লতা সোম থেকে পৃথক্। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই (শতপথ ব্রাহ্মণে) বলা হয়েছে— 'যদি সোম পাওয়া না যায় তাহা হইলে পূতিকা নামক লতা সোমের পরিবর্তে ব্যবহার করবে'! বৈদিক যুগেই সোম যে দুর্লভ ছিল এই উক্তিই তার প্রমাণ। 'হওম' সংক্রান্ত যাগ পার্সী ধর্মে অতি পবিত্র অনুষ্ঠানরূপে কীর্তিত। সোমযাগে যেমন সোমরসের সহিত পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়, পার্সীগণও তদ্রূপ 'হওম' রসের সঙ্গে দারুণ নামক পবিত্র রুটি ও পশুমাংস অর্পণ করেন। এই দুই ধর্মের যজ্ঞে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, বৈদিক যাগে সমস্ত আহুতি অগ্নিতে অর্পিত হয়, কারণ অগ্নি দেবগণের মুখ স্বরূপ; তথায় আহুতি দান করিলে উদ্দিষ্ট দেবতাগণ সেই আহুতি গ্রহণ করেন; কিন্তু পার্সী ধর্মে অগ্নিতে কোনো কিছু আহুতি দেওয়া নিষিদ্ধ। তাঁরা বলেন অগ্নি চিরশুদ্ধ, অতএব অগ্নিতে কোনো পদার্থ আহুতি দেওয়া উচিত নয়। কিংবদন্তীমতে এই একটি প্রধান মত-ভেদের জন্যই ভারতীয় আর্য ও মাজদীয়গণের মধ্যে মতদ্বৈধের সূচনা হয়।

সোমযাগে সোমরস প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার আহুতি দেওয়া হয় এবং যথাক্রমে প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবন বলা হয়। 'সবন' শব্দের অর্থ সোমরস-নিষ্কাশন। প্রতিবারই সোমলতা প্রস্তর খণ্ডে ছেঁচা হয় ও সেই রস আহুতি দেওয়া হয়। পার্সীদের সোমযাগে 'সবন' শব্দটি 'হবন' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাঁদের 'সবন' মাত্র দিনে দুইবার হয়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে। 'প্রাতঃসবনম্' ও 'মাধ্যন্দিনসবনম্' আবস্তায় 'ফ্রাতরেম্ হবনম্' এবং

'উপরেম হবনম্' নামে প্রচলিত। আবস্তার 'গাথা' খণ্ডে এই দুইটি সবনের উল্লেখ আছে। সোমলতা প্রস্তরখণ্ড সাহায্যে যে পুরোহিত ছেঁচেন তাঁহাকে ঋগ্‌বেদে 'গ্রাবগ্রাভ' বলা হয়েছে এবং এই গ্রাবগ্রাভই পরে 'গ্রাবস্তুৎ' নামে পর্যবসিত হয়েছে। 'গ্রাব' অর্থাৎ প্রস্তর এবং 'গ্রাভ' অর্থাৎ যিনি ধারণ করেন, অন্বর্থ সংজ্ঞা। আবস্তায় এই পুরোহিতের নামও 'হবনম্' অর্থাৎ যিনি সোম সবন করেন; ইহাও অন্বর্থ সংজ্ঞা। বেদে যেরূপ সোমকে দেবতাদের রাজা রূপে স্তুতি করা হয়েছে আবস্তাতেও 'হওম'কে তদ্রূপ জ্যোতির্ময় ঈশদূতরূপে বন্দনা করা হয়েছে। পুরোহিত প্রার্থনা করছেন তিনি যেন দেহান্তে হওমের জ্যোতির্ময় সত্তার সাযুজ্যলাভ করেন।

ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক্ বা পুরোহিত 'হোতা' এবং যজুর্বেদীয় পুরোহিত 'অধ্বর্যু' নামে অভিহিত। এই হোতা ও অধ্বর্যু আবস্তায় যথাক্রমে জোতা (zota) ও 'রথ্বী' (Rathwi) সংজ্ঞা পেয়েছে। 'রথ্বী' নামটি উচ্চারণ-দোষে বিকৃত হয়ে অধুনা 'রস্‌পী'তে পর্যবসিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের নাভানৈদিষ্ঠ সূক্তে (১-১৬২) ছয় জন পুরোহিতের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে একজনের নাম 'অগ্নিমিন্ধ' অর্থাৎ অগ্নিতে যিনি ইন্ধনদান করেন। এই 'অগ্নিমিন্ধ' ঋত্বিক্‌ই পরবর্তী কালে 'অগ্নাধ্র' সংজ্ঞা লাভ করেন; তিনি যজ্ঞের সর্বাধ্যক্ষ ব্রহ্মা নামক ত্রিবেদবিৎ পুরোহিতের সাহায্যকারী তিনজন ঋত্বিকের একজন। আবস্তা ধর্মগ্রন্থে জনৈক পুরোহিতের নাম 'আতরেবক্ষো' অর্থাৎ 'আতরেভক্ষো'। জন্দ্ ভাষায় 'আতর' শব্দের অর্থ অগ্নি; আতরেবক্ষো অর্থাৎ অগ্নিকে যিনি আহার্য দান করেন, প্রজ্বলিত করেন। অতএব এই আতরেবক্ষো পুরোহিত অগ্নিমিন্ধ বা অগ্নাধ্রেরই নামান্তর মাত্র। অগ্নীধ্র 'স্ফ্য' নামক কাষ্ঠনির্মিত তরবারিহস্তে ধারণ পূর্বক অশুভ নাশ করেন; আবস্তার 'যশ্ন' (৫৭) খণ্ডে 'স্রওশ' বা 'সেরোশ্' নামক পুরোহিতের উল্লেখ

আছে। তিনিও তরবারিহস্তে অশুভসূচক দানবদের বিতাড়িত করেন। একদল ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ মনে করেন যজ্ঞের 'শ্রৌষট্‌' শব্দ থেকে এই 'স্রওশ' নাম এসেছে। 'স্রওশ' জন্দ্‌ শব্দটি পরবর্তীকালে 'সেরোশ' দাঁড়িয়েছে। যজ্ঞের অঙ্গ প্রযাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আহুতিদানের পূর্বে অধ্বর্যু অগ্নীধ্রকে লক্ষ করে বলেন— 'ও শ্রাবয়'। তদুত্তরে অগ্নীধ্র বলেন— 'অস্তু শ্রৌষট্‌'।

যজ্ঞ আরম্ভ করার পূর্বে ঋত্বিক্‌গণ ও যজমান সত্যভাষণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তজ্জন্য আত্মপরিচয় দানকালে তাঁরা ব্রাহ্মণাদি জাতির পরিচয় না দিয়া কেবল—'আমরা যাহারা যজ্ঞ করিতেছি' (যে যজামহে) এই পরিচয় দেন। কোনো মানুষই তার পিতার ও জাতির প্রত্যক্ষ বা অভ্রান্ত প্রমাণ দিতে পারে না এবং মিথ্যাভাষণ নিষিদ্ধ, তজ্জন্যই ঐভাবে শুধু 'যে যজামহে' শব্দে আত্মপরিচয় দেন। ইহা যজ্ঞের 'আগু' নামক প্রাথমিক বিধির অন্তর্ভুক্ত। পার্সীদেরও প্রার্থনা-মধ্যে বহু স্থানে এই একই অর্থে 'যজামাইদা' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

বেদের 'মন্ত্র' শব্দ আবস্তায় 'মন্থ্র' রূপ ধারণ করেছে। জরথুশ্‌ত্রকে 'মন্থ্রন্‌' বলা হয়েছে অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা। পবিত্র প্রার্থনাকে 'মন্থ্র স্পেন্তা' বলা হয়। 'স্পেন্তা' শব্দে শুভ ও পবিত্র উভয়ই বুঝায়। যজ্ঞ ও পুরোহিত সংক্রান্ত এইসকল সাদৃশ্য এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে প্রাগৈতিহাসিকযুগে কোনো এক সময়ে আর্যগোষ্ঠীর ভারতীয় ও ইরাণীয় দুইটি শাখা একত্রে একস্থানে বাস করত এবং সেই সময় সোমযাগ এবং হোতা, অধ্বর্যু ও অগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক্‌ত্রয়ের উৎপত্তি হয়েছিল। দুই আর্যশাখার বিভেদ ও স্থানান্তরের পর অন্যান্য যাগ ও পুরোহিতের উদ্ভব হয়।

জন্দ্ আবস্তার বাণী

আবস্তার কয়েকটি বাণী বিভিন্ন খণ্ড থেকে এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হল। নামবাহুল্য সংক্ষেপ জন্য কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। বাণী উদ্ধৃতির পূর্বে সেই সঙ্কেত চিহ্নগুলির সম্পূর্ণ নাম নিম্নে জ্ঞাপন করা হল—

প. ন. = পইবন্দ্ নমেহ্

মা. ই. খে. = মাইনো-ই-খেরাদ্।

প. ন. অ. ম. = পন্দ্ নমেহ্-ই-অদরবন্দ্-মারেসপন্দ্।

'চরিত্র পবিত্র রাখবে। তারই চরিত্র শুদ্ধ যে নিজেকে সৎচিন্তা, সৎবাক্য ও সৎকর্ম দ্বারা শোধন করে।' —বেন্দিদাদ্, ১০-১৯

'যে অন্যের সুখ কামনা করে সে-ই সুখ পায়।' —যস্ন, ৪৩-১

'শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়েও কখনও অসৎ উপায় অবলম্বন করবে না।' —প. ন.

'অহুরমজদার ঘোষণা,—'ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎচিন্তারত দরিদ্রগণকে যে সাহায্য করে সে আমার বন্ধুত্ব লাভ করে।' —যস্ন, ১১-১

মজদার উক্তি, 'যে আমাকে তুষ্ট করতে চায় সে যেন সাধুদের দুর্জনদের হাত থেকে রক্ষা করে ও দুঃখ দূর করে তাদের তুষ্ট করে'। —রেবায়াত্

'সত্যনিষ্ঠ পুরুষের কখনও কোনও অনিষ্ট হতে পারে না।' —যস্ন, ২৯-৫

'যে আত্মজয় করতে পারেনি, সে কিছুই জয় করতে পারবে না।' —মা. ই. খে.

'ক্রোধ ও প্রতিহিংসা দ্বারা তোমার আত্মার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করো না।' —প. ন. অ. ম.

'সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বলবান্ যে নিজের কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এবং মোহ, ক্রোধ, কাম, অযশ ও অসন্তুষ্টি এই পাঁচটি পাপকে দূরে রাখতে পারে।' —মা. ই. খে.

'ধনী বা দরিদ্র, উচ্চ বা নীচ সকলের প্রতি নিজের কর্তব্য করে যাবে। যে নিজ কর্তব্য করে না, সে তার কর্মের দ্বারা যারা উপকৃত হত তাদের উপকার থেকে বঞ্চিত করে। দিবারাত্র অতন্দ্রিতভাবে নিজ কর্তব্য করে যাও। —বেন্দিদাদ্, ৪-১

'যা পাওনি তার জন্য দুঃখ করবে না বা নিরাশ হবে না। যা পেয়েছ তার সদ্ব্যবহার করবে।' —প. ন. অ. ম.

'যারা শৃঙ্খলা রক্ষা করে আমি তাদের পক্ষ গ্রহণ করি; যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আমি তাদের পক্ষ কখনও গ্রহণ করি না।' —যস্ন, ১০-১৬

'শৃঙ্খলা ও সুনীতির পথই প্রকৃত পন্থা; তৎবর্জিত পথগুলি বিপথ!
—মা. ই. খে.

'দুরাকাঙ্ক্ষী, অসাক্ষাতে পরচর্চাকারী ও নিন্দা ব্যবসায়ীর সঙ্গী কখনও হবে না। কুখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গ কখনও করবে না।' —প. ন.

'আত্মপ্রশংসা করবে না'। 'অন্যে তোমাকে নিন্দা করে এটা যদি তুমি না চাও তবে তুমিও কাউকে নিন্দা করো না।'

'তুমি নিজে যেরূপ ব্যবহার আশা কর, অন্যের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করবে।'

'বয়োজ্যেষ্ঠগণকে ও জ্ঞানবৃদ্ধদের সম্মান করবে; তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে এবং তাদের কথামত চলবে।' —প. ন. অ. ম.

'যে দুঃখীর দুঃখ দূর করে অহুরমজদার সেই প্রকৃত উপাসক।'
—বেন্দিদাদ্ ৮-১৯

'দুঃখ ও পশ্চাত্তাপের কারণ দূর করতে হলে তোমার নিজেকে

স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ও সঙ্গী নগরবাসীকে কখনও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে না ; অর্থাৎ যথার্থ শিক্ষা দান করবে।' —প. ন. অ. ম.

'প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা যেমন উপত্যকার সমস্ত আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনই অহুরমজদার ধর্ম তৎসেবকের সমস্ত অসৎ চিন্তা অসৎ কর্ম ও কুবাক্য অপসারিত করে।' —বেন্‌দিদাদ্ ৪২-১৪৯

'সাধুতাই—সত্যই অহুরমজদার পরিচয়। তিনি সৎচিন্তার জনক এবং কল্যাণদায়ক জ্ঞান (পৌরু চিশ্‌তী) তাঁর প্রিয় কন্যা। নিত্য বর্তমান মজদাকে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না।' —যস্‌ন ৪৫-৩-৪

'আমি পাঁচটি বিষয়ের অধীন, আর পাঁচটির অধীন নহি। সৎ-চিন্তার আমি অধীন, অসৎচিন্তার আমি অধীন নহি। সৎবাক্যের আমি অধীন, দুর্বাক্যের অধীন নহি। সৎকর্মের আমি অধীন, অসৎকর্মের অধীন নহি। আজ্ঞানুবর্তিতা আমার ব্রত, অবাধ্যতার আমি অধীন নহি। সাধুপুরুষের আমি অনুগত, দুষ্টের বশ নহি।' —যস্‌ন, ১০-১৬

'হে অহুরমজদা আপনি আমাদের চালনা করুন। আপনি বিবেকের নিয়ন্তা। বিবেকই আত্মশোধন করে।' —গাথা, ৪৬-৯

'বাধ্যতা অবাধ্যতাকে জয় করুক ; শান্তি অশান্তিকে, শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলাকে জয় করুক ; বদান্যতার নিকট লোভ ও স্বার্থপরতার এবং শ্রদ্ধার নিকট ঘৃণার পরাজয় হউক। সত্যবাদিতা মিথ্যাকে জয় করুক। মিথ্যা ও অসতের উপর সত্য ও ন্যায়ের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক।'

—যস্‌ন, ৬০-৫

'আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান করুন, আত্মতত্ত্ব দান করুন।' —গাথা, ৪৬-২

গ্রন্থপঞ্জী

Dr. I. J. S. Taraporewala, edited : Zend Avesta
E. D. Bharucha : Zoroastrian Religion & Customs
S. A. Kapadia : The Teachings of Zoroaster and the Philosophy of the Parsi Religion
Dr. I. J. S. Taraporewala : The Religon of Zarathustra
A. R. Wadia : Zoroaster
Swami Abhedananda : Great Saviours of the World
ঋগ্‌বেদ
গোভিল-গৃহ্যসূত্রম্‌
The Holy Bible
The Koran
Markham : History of Persia
Herodotus : History of Greece
Gibbon : Decline and Fall of the Roman Empire
Firdousi : Shah-Nama
Browne : Literary History of Persia
Hegel : Philosophy of History
Jackson : Avesta Grammar
J. M. Chatterji : Ethical conception of the Gatha.
A. F. Khabardar : New Light on the Gatha of Holy Zarathustra
Dr. I. J. S. Taraporewala, edited : Collected Sanskrit Writings of the Persis
Rock Inscriptions of Persia
Max Miller : History of Words
Hafiz : Divan
Hittie : History of the Arabs
Dr. I. J. S. Taraporewala : Elements of the Science of Language.

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয়	১'৮০
ইতিহাস	২'৫০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব	২'৩০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা	১'৫০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয়	১'৫০

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন	২'৫০

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতদর্শনসার	৩'৩০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস	২'০০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২'৩০

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২'৩০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ	২'৫০, বোর্ড ৩'০০

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজাপার্বণ	৩'০০, বোর্ড ৪'০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলার নব্যসংস্কৃতি	১'৪০